NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম এক দিনের ম্যাচ টাই

৫২ বছর পর অলিম্পিক হকিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারত ৮

কলকাতা ৩ অগস্ট ২০২৪ ১৮ শ্রাবণ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.08.2024, Vol.18, Issue No. 55, 8 Pages, Price 3.00

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলা

চালু কন্ট্রোল রুম, জলমগ্ন সেতু, সড়ক, ঘরছাড়া বহু

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টিতে প্রকৃতির রুদ্র রোষ দেখছে উত্তর ভারতের একাংশ। সঙ্গে রয়েছে কেরলেও ওয়েনাড়ও। উত্তরবঙ্গেও প্রবল বৃষ্টিতে একসময় বিপর্যস্ত ছিল জলজীবন। এবার পালা দক্ষিণবঙ্গের।

ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে টানা বৃষ্টি চলছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। তার জেরে জল জমেছে বেশ কিছু জেলার বহু অংশে। কোথাও ভেঙে পড়েছে সেতু। কোথাও আবার সেতুর উপর দিয়ে বইছে জল, সেতু না কি নদী, বোঝার উপায় নেই। রাস্তাতেও অথৈ জল। তার জেরে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বহু গ্রাম যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বন্ধ অন্ডাল বিমানবন্দর। বাঁকুড়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। ভেঙে পড়েছে বহু কাঁচা বাড়ি। পূর্ব বর্ধমানের কিছু অংশে বহু মানুষ ঘর ছেড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। কোনও কোনও জেলার কিছু অংশে সতর্কতা অবলম্বন করে কিছু জায়গায় বন্ধ রাখা হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। ফলে ভোগান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের। কেউ কেউ প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন। হুগলির দাদপুরে জলমগ্ন রাস্তায় ধানগাছ রোপণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে বিরোধী বিজেপি।

হুগলিতে বুধবার থেকে চলছে টানা বৃষ্টি। তার জেরে ব্যান্ডেল, চুঁচুড়ার বিভিন্ন জায়গা এখন জলের নীচে। ব্যান্ডেল সাবওয়ে, ক্যান্টিন বাজার, লোকোপাড়া, কোদালিয়া, নলডাঙা, চুঁচুড়ার তিন নম্বর ওয়ার্ড, লিচু বাগান, গ্রিন পার্ক, মিলিটারি কলোনি জলমগ্ন। জল জমেছে চুঁচুড়া স্টেশন, পীরতলা, নবাববাগান, পেয়ারাবাগান-সহ একাধিক নিচু এলাকায়। জলের সঙ্গে ভোগান্তি বৃদ্ধি করেছে বেহাল সড়ক। একটু বৃষ্টি হলেই জল জমছে রাস্তার খানাখন্দে। স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়ারা। বিজেপির দাবি, প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি। দাদপুরে রাস্তায় ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি। রাস্তার জমা জলে স্নান করে অবরোধও করে। দাদপুর থানার পুলিশ এসে হটিয়ে দেয় বিজেপি কর্মীদের।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত নদিয়ার সদর কৃষ্ণনগর। শহরের নিচু এলাকায় ভাগীরথী নদীর জল প্রবেশ করে সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমরজল। অন্য দিকে, টানা বৃষ্টির জেরে ধ্বস নেমেছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে। কৃষ্ণনগরে আজাদ হিন্দ সড়ক, পোস্ট অফিস মোড়, কাঁঠালপোতার মতো কিছু নিচু এলাকায় জল জমেছে। তাহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকাও জলমগ্ন। একই অবস্থা দেখা গিয়েছে নবদ্বীপ শহরেও। শান্তিপুর পুরসভা, রানাঘাট, চাকদহ এবং কল্যাণীর বেশ কিছু ওয়ার্ডও জলমগ্ন হয়ে রয়েছে।

অন্য দিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের ঝুমি নদীতে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে জল। জলস্রোতে ভেঙে পড়েছে লোহার কাঠামোযুক্ত বাঁশের একটি সাঁকো। যার ফলে বৃহস্পতিবার রাত থেকে হুগলি জেলার কিশোরচক, মাধবচক, খড়কপুর, বাঘানালা, দৌলতচক, বনহরিসিংহপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ঘাটালের। নদী পারাপারের জন্য আপাতত নৌকোই ভরসা স্থানীয়দের।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে জলবন্দি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল শিল্পাঞ্চলের একাংশ। গাড়ুই ও নুনিয়া নদীতে উপচে পড়ছে জল। নদীর তীরবর্তী স্থানে ঘরবাড়িগুলিতে ঢুকে পড়েছে সেই জল। আসানসোলের দিলদারনগর, চেলিডাঙ্গা, রেলপাড়ের মুখশুদ্ধি মহল্লা, রামকৃষ্ণডাঙা, জাহাঙ্গির মহল্লা, বেলডাঙা, নিয়ামতপুরের প্রিয়া কলোনি, দোমোহানি, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া এবং দুর্গাপুরের নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন। বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার জলে ডুবে গিয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে ওই সব এলাকায় বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে বিদ্যুৎ দপ্তর। পাশাপাশি, বাসিন্দাদের সতর্কও করা হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আঞ্চলিক ম্যানেজার বিশ্বজিৎ বাগদি সাধারণ মানুষকে বিদ্যুতের খুঁটি বা তারে হাত দিতে বারণ করেছেন। ভারী বৃষ্টির কারণে বন্ধ রয়েছে অন্ডাল বিমানবন্দর। এই 'জলযন্ত্রণা'র জন্য স্থানীয়েরা প্রশাসনের দিকেই আঙুল তুলেছেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার বাজার-সহ সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত। বর্ধমান-কাটোয়া রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে জলস্রোত। ভাতার বাজারের বেশ কয়েকটি পাড়ায় বাসিন্দারা গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন। ভাতার, বলগোনা, মুরাতিপুর প্রভৃতি বাজার এলাকায় দোকানপাটেও ঢুকেছে জল। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে এলাকা বিদ্যুৎহীন। ভাতারের কুমারুন গ্রামে গোয়াল ভেঙে ছ'টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে । কিছু কাঁচা বাড়িও ভেঙে পড়েছে। এক রাতের প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে গুসকরা শহরও। পুর এলাকার সাতটি ওয়ার্ড জলমগ্ন। বাজেপ্রতাপপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বসন্তপুর সিলুটের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নালা সংস্কারের দাবিতে পূর্ব বর্ধমানের বাদশাহি রোড অবরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

লাগাতার বৃষ্টির কারণে জলমগ্ন বীরভূমের নানুর এবং লাভপুরের বেশ কিছু অংশ। ফতেপুরের কাছে নানুর-বোলপুর রাজ্য সড়কে জমেছে জল। সে কারণে টোটো, অটো এবং মোটরসাইকেল যাতায়াত করতে পারছে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পার করে দিচ্ছে ছোট গাড়ি। মণিগ্রাম, মান্দার, বেলগ্রাম-সহ প্রায় পাঁচটি গ্রাম জলের নীচে। পাশাপাশি, নানুরের বন্দর এলাকাতেও জল জমেছে। গ্রামবাসীরা জেসিবি ভাড়া করে নালা পরিষ্কার করেছেন। আঙুল তুলেছেন প্রশাসনের দিকে।

বীরভূমের সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ধইটে গ্রামের কাছে চন্দ্রভাগা নদীতে ভেঙে পড়েছে সেতু। এই সেতু পেরিয়ে সিউড়ি যাওয়ার প্রধান সড়কে ওঠেন জানুরি, কোমা, ভগীরথপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। সেটি ভেঙে পড়ায় বিপাকে সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনকে বার বার বলা সত্ত্বেও বড় সেতু তৈরি করা হয়নি। কিছু দূরে বিকল্প একটি সেতু রয়েছে। তবে সেটিও ডুবে গিয়েছে। ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে কোপাই নদীর জল। তার ফলে বোলপুরে গোয়ালপাড়া সেতু ডুবে গিয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে কেউ যাতে পারাপার না করেন, সে জন্য মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। বোলপুরের সতীপীঠ কঙ্কালীতলাতেও জমেছে একহাঁটু জল। ইলামবাজার থানার অন্তর্গত মহেশাপুর গ্রামে রাস্তায় নেমেছে ধস। সেচখালে বৃদ্ধি পেয়েছে জলস্তর। তা পার হওয়ার সময় ভেসে গিয়েছে একটি গাড়ি।

একই ছবি ধরা পড়েছে বাঁকুড়াতেও। ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে জলমগ্ন একাধিক সড়ক, সেতু। ভেঙে পড়েছে কাঁচা বাড়ি। এই বৃষ্টিতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে গন্ধেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী নদীর। দ্বারকেশ্বর নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় শুক্রবার জল জমেছে বাঁকুড়া শহর লাগোয়া মীনাপুর কজওয়েতে। সেখানে জলের উচ্চতা প্রায় চার ফুট। এই কজওয়ে দিয়ে বাঁকুড়া শহরে যাতায়াত করেন বাঁশি, আড়ালবাঁশি, জামবনি-সহ বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁরা এ বার বিপাকে পড়েছেন। দ্বারকেশ্বরের অন্যতম প্রধান উপনদী ডাংরায় জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার সংযোগকারী সড়কে দু'টি সেতুতে জল জমেছে। ফলে যান চলাচল বন্ধ। জামথোল সেতুতে জল জমায় জোড়হিরা মণিহারা সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বাঁকুড়ার মেজিয়া রেল কলোনিতে শুক্রবার পাঁচ থেকে ছয় ফুট উচ্চতা পর্যন্ত জল জমেছে। সে কারণে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষজন। কিছু বাড়ির এক তলা জলের নীচে। অনেকেই আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয় একটি খালের জল ঢুকে জলবন্দি হয়ে পড়েছেন কোতোলপুর ব্লকের ব্রহ্মডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা। লাগাতার বৃষ্টিতে জেলা জুড়ে বহু কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ওয়েনাড়ের বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়াল

কাদায় চাপা পড়ে অনেক দেহ, খুঁজছে ড্রোন

তিরুঅনন্তপুরম, ২ অগস্ট: ভূমিধসের পর থেকে গত চার দিনে ওয়েনাড় যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। কেরলের ওয়েনাড়ে ভূমিধসকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে গেল। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৩০৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের সম্পূর্ণ দেহ উদ্ধার করা যায়নি।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে মিলেছে দেহাংশ মাত্র। ড্রোনের মাধ্যমে মৃতদেহের সন্ধান চলছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একাধিক কুকুরকেও এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ শুক্রবার জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ওয়েনাড়ে মৃতের সংখ্যা ৩০৮। তার মধ্যে ১৯৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১১৩টি দেহাংশ পেয়েছেন উদ্ধারকারীরা। সেগুলিরও ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। যদিও সরকারি খাতায় এখনও পর্যন্ত ১৯০ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা ১৯০, নিখোঁজ ২০০-র বেশি মানুষ। বৃহস্পতিবার সারা দিন চালিয়ার নদীর জলে ভেসে এসেছে একের পর এক দেহাংশ। সেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। চূড়ালমালা, আত্তামালা, নুলপুঝা এবং মুন্ডাক্কাই গ্রাম দুর্যোগের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ধ্বংসস্তূপ। কাদামাটিতে এখনও বহু দেহ আটকে আছে বলে আশঙ্কা। মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে দেহ উদ্ধারের কাজ চলছে। মাটি সরতেই বেরিয়ে আসছে দেহ কিংবা দেহাংশ। জিপিএস ব্যবহার করে ড্রোনের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করছেন উদ্ধারকারীরা। যেখানে উদ্ধারকাজ প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে, সেখানে পৌঁছনোর চেষ্টা শুরু হচ্ছে। ত্রাণ এবং উদ্ধারের কাজে গতি আনতে ওয়েনাড়ে ১৯০ ফুট দীর্ঘ বেলি ব্রিজ তৈরি করেছে ভারতীয় সেনা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই সেতু তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এত দিন বিপর্যস্ত এলাকায় ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছিল। ওই সেতুর মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বৃহস্পতিবার ওয়েনাড়ের বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছেন। তিনি রাতেই জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আর কেউ জীবিত অবস্থায় আটকে নেই। এখন বাকি শুধু দেহ উদ্ধারের কাজ। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ভূমিধসে ৩৫০টির বেশি বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। ওয়েনাড়ে এই মুহূর্তে ৪০টি উদ্ধারকারী দলের ১৬০০-র বেশি আধিকারিক কাজ করছেন।

গত তিন দিন ধরে ওয়েনাড়ে বার বার উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়েছে। বিরূপ আবহাওয়াই উদ্ধারকাজে মূল প্রতিবন্ধক। কারণ, এখনও বৃষ্টি চলছে ওয়েনাড় এবং সংলগ্ন এলাকায়। তার মাঝেই দেহ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার ওয়েনাড়ে গিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। তাঁরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছেন। সব রকম সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন। রাহুল বলেছেন, ওয়েনাড়ের পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে তাঁর বাবার মৃত্যুর সময়ের অনুভূতির কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

চার দিন পর জীবিত উদ্ধার চার জন

তিরুঅনন্তপুরম, ২ অগস্ট: ওয়েনাড়ের ধসকবলিত এলাকা থেকে যখন একের পর এক দেহ উদ্ধার হচ্ছে, তার মধ্যেই একটি বাড়ি থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হল একই পরিবারের চার জনকে। চূড়ালমালা গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পারাভেট্টিকুন্নুতে একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি থেকে শুক্রবার ওই চার জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন পুরুষ, এক মহিলা এবং একটি মেয়েও রয়েছেন। ধসের পর ওয়েনাড়ের চার গ্রামে যখন হাহাকার চলছে, একের পর এক দেহ উদ্ধার হচ্ছে, সেই সময় জীবিত অবস্থায় চার জন উদ্ধার হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আশার আলো দেখা দিয়েছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিধানসভার গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্য বিজেপি বিধায়কেরা। আলুর প্যাকেট এবং থার্মোকলের থালার উপর লেখা স্লোগান তুলে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। বিধায়কেরা স্লোগান দেন, 'এত দাম খাব কী? মমতা যাবে কি?' বিভিন্ন সব্জির দাম নামতার আকারে লিখে প্রতিবাদ জানান পদ্ম বিধায়কেরা। পাল্টা 'মোদি হটাও দেশ বাঁচাও' স্লোগান দেন তৃণমূল বিধায়কেরা।

রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সে বিষয়ে আলোচনা চেয়ে শুক্রবার বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব এনেছিল বিজেপি। আলোচনায় অংশ নিয়েও পরে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়কেরা। বিজেপি বিধায়কদের এই আচরণকে অনভিপ্রেত বলে জানিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভার চলতি অধিবেশনে একাধিক বার বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, বিভিন্ন জরুরি বিষয়ে মুলতবি প্রস্তাব আনা হলেও, সে সব বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয় না। স্পিকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগও তোলা হয়। শুক্রবার অবশ্য স্পিকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনার অনুমতি দেন। আলোচনার জন্য ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়।

বিজেপির পরিষদীয় দলের তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয় যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে গরিব মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। কালোবাজারি বন্ধ এবং ফড়েদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়। বিজেপির তরফে পুরুলিয়ার জয়পুরের বিধায়ক নরহরি মাহাতো প্রস্তাবটি বিধানসভায় পাঠ করেন। জবাবে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পেট্রোপণ্যের দাম বাড়লে জিনিসের দাম বাড়ে। আপনারা সেটা জানেন। অতএব বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা করছেন।' মন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচনী বন্ড, ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিজেপি চুপ কেন।

এর পরেই শোভনদেব এবং শুভেন্দুর মধ্যে বাগযুদ্ধ শুরু হয়। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় থামাতে মাঝেমধ্যেই হস্তক্ষেপ করতে হয় স্পিকারকে। শোভনদেব বলতে থাকেন, 'যাঁরা বাজেট ঘোষণা করে মেডিক্যাল সামগ্রীর উপরও জিএসটি নেয়, তাঁদের মুখে এই সব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা মানায় না।' মন্ত্রী জানান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করেছেন। টাস্ক ফোর্সের সদস্যেরা বিভিন্ন বাজারে ঘুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। সব্জির দামও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী। শোভনদেব যখন বিজেপির প্রস্তাবের পাল্টা জবাব দিচ্ছেন, তখন বিধানসভার ভিতরেই চিৎকার করতে থাকেন বিরোধী দলের সদস্যেরা।

নির্বাচনী বন্ডে দুর্নীতি

সিট গঠনের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ অগস্ট: নির্বাচনী বন্ড নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আদালতের নজরদারিতে বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিল দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। কিন্তু শুক্রবার শীর্ষ আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দিল। নির্দেশ ঘোষণা করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়।'

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পকে 'অসাংবিধানিক' অ্যাখ্যা দিয়ে খারিজ করেছিল শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে বন্ড কেনাবেচা সংক্রান্ত সব তথ্য প্রকাশ করতে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। ওই রায়ে নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থাকে 'কুইড প্রো কুয়ো' বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ, কোনও কিছুর বিনিময়ে কাউকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া।

একই সঙ্গে বন্ড ব্যবস্থাকে 'অসাংবিধানিক' এবং 'ক্ষতিকারক' বলে আখ্যা দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনে দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জানিয়েছিল, নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুবিধে পাওয়ার জন্য বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে টাকা দিয়েছে কর্পোরেট সংস্থাগুলি। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে শীর্ষ আদলত বলেছে, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান দেওয়া এবং নেওয়ার সময় তা 'কুইড প্রো কুয়ো' বা 'ক্ষতিকারক' ছিল কি না, তা নিয়ে এখন তদন্ত হতে পারে না।'

ওই জনস্বার্থ আবেদনে বলা হয়, মূলত তিন ধরনের লেনদেনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। প্রথমত, কাজের বরাত, লাইসেন্স, কাজের অনুমতি পাওয়ার জন্য অনুদান। এই সব কাজের বরাতের মূল্য অনেক ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। দ্বিতীয়ত, ইডি, আয়কর দপ্তর বা সিবিআইয়ের অভিযানের ঠিক আগে বন্ডে অনুদান দিয়েছে অনেক সংস্থা। অনেক ক্ষেত্রে অনুদানের বিনিময়ে ড্রাগ কন্ট্রোলারের মতো সংস্থা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের কাজ করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। তৃতীয়ত, সংস্থার পক্ষে অনুকূল নীতি তৈরির জন্য বন্ডে অনুদান দিয়েছে কয়েকটি সংস্থা।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি 'অসাংবিধানিক' বললেও নির্বাচনী বন্ডের পক্ষে সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন, ভোটে কালো টাকা ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই ওই ব্যবস্থা (নির্বাচনী বন্ড) চালু করা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'যদি সৎ প্রতিফলন দেখা যায়, সকলেই এক দিন এ নিয়ে অনুশোচনা করবে।' সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কখনওই বলিনি একটি সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত। কিন্তু বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী বন্ড নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে।' অন্য দিকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি লোকসভা ভোটের আগে বলেছিলেন, 'নির্বাচনী বন্ড আদৌ কোনও স্বচ্ছতার কর্মসূচি নয়, বরং বিশ্বের সবচেয়ে বড় তোলাবাজির চক্র। আর নরেন্দ্র মোদি তার মাস্টারমাইন্ড।'

বিমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে ওয়াকআউট তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ২ অগস্ট: জীবন ও স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের উপরে জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবার সংসদ থেকেও ওয়াকআউট করল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করিই প্রথম দাবি জানিয়েছিলেন জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমার উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে এই মর্মে চিঠিও দিয়েছেন তিনি। এরপরই একই দাবি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে লেখেন, 'ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবি, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করা। সরকার জনবিরোধী জিএসটি প্রত্যাহার না করলে আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হব।'

এ দিন একই দাবি জানিয়ে লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, জুন মালিয়া প্রমুখ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জীবন বিমা ও ওষুধের উপরে ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি দেশের কাছে তুলে ধরেছেন। আমরা দাবি জানিয়েছি, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে সংসদে আসতে হবে। আজ দু'বার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ওয়েলে নামতে হয়েছে। আমাদের দাবি স্পষ্ট, জীবনবিমার প্রিমিয়াম ও ওষুধের উপরে জিএসটি প্রত্যাহার নিয়ে আশ্বাস দিতে হবে এবং দ্রুত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।'

হাওড়ায় বৃষ্টির জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তরুণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবৈধ নির্মীয়মাণ বাড়ির অবৈধ বিদ্যুতের তার থেকে বৃষ্টির জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তরুণীর।

নিজের মেয়েকে চোখের সামনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে দেখলেন হাওড়ার হতভাগ্য এক পিতা। বাড়ির সামনে মরণ ফাঁদে পড়ে বাবার সামনে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে হাওড়ায় মৃত্যু হয়েছে ২২ বছরের যুবতীর। হাওড়ার ঘটনায় ইতিমধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ কমিশনার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী বলেন, 'গাফিলতি থাকলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকেও অভিযোগ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার সালকিয়ার বাঁধাঘাট মোড়ের কাছে। জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তরুণীর। স্থানীয় সূত্রে খবর ওই যুবতীর নাম পূরবী দাস (২২)। হাওড়ার তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা পূরবী। এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তরুণীর। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সামনের বাতিস্তম্ভ থেকে কোনও বৈদ্যুতিক তার কাটা অবস্থায় ঝুলছিল। তা থেকেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৮৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Navinder Kaur W/o. Manjit Singh ও Navinder Kaur Rajpal W/o. M. S. Rajpal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, SATYENDRA KUMAR SINGH S/O Late Jawahar Singh residing at 12, Bhar Para Road, B. Garden, P.S.- Shibpur, Dist- Howrah- 711103 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Executive Magistrate, 1st Class, Howrah dated 12.07.2024 that my actual and correct name is SATYENDRA KUMAR SINGH and it is recorded in my Voter, Aadhar and PAN cards. RAHUL PRATAP SINGH is my son whose date of birth is 22.11.2004 as issued by the Registrar, Birth & Death, SSKM Hospital, Kolkata. In my son's ICSE Exam- 2018 Admit Card, marksheet and pass certificate, his name and my name have been recorded inadvertently as RAHUL SINGH S/O SATYENDRA SINGH in place of RAHUL PRATAP SINGH S/O SATYENDRA KUMAR SINGH. In his aforesaid Admit Card, Marksheet and Pass Certificate, his date of birth has been recorded 20.02.2002 inadvertently in place of actual date of birth i.e. 22.11.2004. RAHUL PRATAP SINGH S/O SATYENDRA KUMAR SINGH, Date of birth 22.11.2004 and RAHUL SINGH S/O SATYENDRA SINGH, Date of birth 20.02.2002 is the same and one identical person. SATYENDRA KUMAR SINGH and SATYENDRA SINGH is the same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIT NO- 04, MEMO No- 759/ PAN/KGP-I/2024-25, Dated- 19.07.2024.** For various schemes. Last date of application **07.08.2024 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the Ld. District Delegate Paschim Medinipur
Ref: L.A.D Case No. 09/2023

1. Sri Gopal Sharma
2. Tilu Sharma
Both Son of Late Sambhu Dayal Sharma of- Colonelgola, P.O- Midnapore, P.S- Kotwali, District - Paschim Medinipur

........Petitioners

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অধিন দরখাস্তকারিগন নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিষয়ে স্বর্গীয় **শ্রীমত্যা কৌশল্যা দেবী শর্মার** সম্পাদিত গত ইংরাজী ২৮/০৫/১৯৯৭ তারিখের ১৫/১৯৯৭ নং রেজিষ্ট্রিকৃত উইল প্রবেট পাওনের প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে অত্র মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অথবা আগামী 03.09.2024 তারিখ অত্র আদালতে স্বয়ং বা উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতবেক কার্য হইবে ।

SCHEDULE PROPERTY

District - Paschim Medinipur, PS- Kotwali (Midnapore), Mouza - Kamarara (Rajabazar), Old Word No.- 6, New word No.- 9, with in Midnapore Municipality Holding No. 681, J. L No- 187, R.S. No. 6937, Khatian No. 225, **Plot No. 99,** area 1500 sq.ft = 0.0344 acre. **Plot No. 100,** area 600 sqft = 0.0138 acre. **Plot No. 100**, area 700 sqft = 0.0161 acre. **Total 0.0643 acre.** And over the said land pucca house, 1 baranda, cow shed, one room, which roof is covered by tin shed, sanitary privy, bathroom, vacant place

অনুমত্যানুসারে সেরেস্তাদার
Laxman Sing
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত মেদিনীপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর, 15/07/2024

NOTICE

In the 1st Court of Addl. Dist. Judge, Paschim Medinipur
O.S. No.-24/2012
Sri Swarnendu Das Adhikari .... Plaintiff
Vs
Smt. Sefali Maity & Others .... Defendants

It is hereby notified that the petitioner/plaintiff has filed the aforesaid case for grant of Probate in respect of the will dated 19/02/2004 executed by the testator **Jitendranath Maity**, S/o. - Lt. Kalachand Maity, resident of Jamkunda, P.O. + P.S. - Midnapore, Dist. - Paschim Medinipur.

If any one has any interest, he/she may appear personally or through authorised agent on or before 04.10.24 in this court failing which the case would be decided according to law.

Sri Biswanath Bhattacharjee
Bench Clerk, 1st Court
Paschim Medinipur,18.7.24

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

রাবিয়া বিবি স্বামী- মহাম্মদ ইউনুস সাকিম- থৈপাড়া, সরাই, পাভুয়া, হুগলী-712149 বিগত ইং- 22/05/2009 তারিখে পাভুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে IV-015/2009 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সেখ নিজামউদ্দিন** পিতা- গোলাম মহাম্মদ, সাকিম- বোসপাড়া, পাভুয়া, হুগলী-712149) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি পাভুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে 19/06/2009 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-2006/2009 নং দলিল মূলে **সেখ কওসার আলি** পিতা- মরহুম সেখ জিয়াদ আলি সাকিম ইলামপুর, তিন্না, পাভুয়া, হুগলী- 712149 মহাশয়কে বিক্রয় করি।

<u>তপশীল</u> – জেলা হুগলী, থানা পাভুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, জে.এল.- 42, হাল এল. আর 476 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 578 দাগে বাস্তু ষোল আনায় 15 শতকের মধ্যে 0.3333 অংশে 05 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, সেখ কওসার আলি পিতা মরহুম সেখ জিয়াদ আলি উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাভুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-সেখ নিজামউদ্দিন
আমমোক্তার

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা আগষ্ট। ১৮ ই শ্রাবণ। শনি বার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টত্তরী চন্দ্র র র মহাদশা, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাইজেরিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে সেনার সহায়তা নিতে পারে পুলিশ

আবুজা, ২ অগস্ট: নাইজেরিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে সেনাবাহিনীর সহায়তা নিতে পারে পুলিশ। এরই মধ্যে পুলিশকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। বিভিন্ন শহরে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। নাইজেরিয়া পুলিশের অধিকর্তা কায়োডি ইগবেতোকুন এ তথ্য জানিয়েছেন।

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজা ও কানো সহ প্রধান প্রধান শহরে বৃহস্পতিবার পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। লুঠপাটের ঘটনা ঘটে। শুক্রবারও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। তবে এদিন পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল।

কায়োডি ইগবেতোকুন বৃহস্পতিবার জানান, প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মানুষের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে আর হুমকির মুখে না পড়ে, সে জন্য দ্রুত কাজ করতে প্রস্তুত তাঁরা। ইগবেতোকুন জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশের সব ইউনিটকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পুলিশ সদস্যরা মোতায়েন আছেন। প্রয়োজন হলে তাঁরা সেনাবাহিনী সহ অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সহায়তা নেবেন।

কেনিয়ায় তরুণদের বিক্ষোভ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'অ্যান্ড ব্যাড গভর্ন্যান্স ইন নাইজেরিয়া' হ্যাশট্যাগে অনলাইনে আন্দোলন শুরু করেন নাইজেরিয়ার নাগরিকরা। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনুবুর অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দেশটির জনগণ। এর ফলে মূল্যস্ফীতি লাগামহীন হয়ে পড়েছে। ঘটেছে মুদ্রার অবমূল্যায়ন। নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তিনুবু বলেছেন, অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে জনজীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা তিনি বুঝলেও, নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

গাজায় স্কুলে ইজরায়েলের বিমান হামলায় নিহত ১৫

গাজা, ২ অগস্ট: প্যালেস্তানিয়ের গাজায় একটি স্কুলে ইজরায়েলের বিমান হামলায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪০ জনের বেশি। প্যালস্তানিয়ের বেসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।

পূর্ব গাজা সিটির সাজায়া এলাকায় বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়টিতে ওই হামলা হয়। বাস্তুচ্যুত প্যালেস্তানিয়ারা ওই বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, তাদের বিরুদ্ধে হামলার ষড়যন্ত্র করতে কম্যান্ডার ও গুপ্তচরদের লুকিয়ে রাখার জন্য বিদ্যালয় ভবনটি ব্যবহার করছিলেন হামাস যোদ্ধারা। গাজার বিদ্যালয়গুলো এখন যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত মানুষে ঠাসা। ইজরায়েলি সেনারা এসব স্কুল লক্ষ্য করে অব্যাহত হামলা চালাচ্ছে। তারা বলছে, হামাস সামরিক অভিযান পরিচালনা কেন্দ্র হিসেবে এ ধরনের বেসামরিক অবকাঠামো ব্যবহার করছে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় হামাস। ইজরায়েলি সেনাদের তথ্যমতে, হামলায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হন। এ ছাড়া ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়, যাঁদের অনেকে এখনও গাজায় আছেন। জবাবে ওই দিন থেকেই গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইজরায়েলি বাহিনী। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার প্যালেস্তানিয় নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

জাতিসংঘ বলেছে, গত অক্টোবরের পর গাজা উপত্যকার প্রতি ১০ বাসিন্দার ৯ জন অন্তত একবারের জন্য বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। কেউ কেউ ১০ বার পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার প্রায় ১৯ লাখই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রাজ্যে ৫ হাজারের বেশি শিশু অর্টিজম রোগে আক্রান্ত: শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার বিভিন্ন অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে পাঠরত শিশুদের অর্টিজম রোগ নির্ণয়ের জন্য সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। নারী, শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা শুক্রবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এখনো পর্যন্ত ৪৯ লক্ষের বেশি শিশুদের উপরে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সন্দেহ দেখা দেওয়ায় তার মধ্যে ৫ হাজার ৮৪০ টি শিশুকে বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। সব কিছু পরীক্ষা করে ১৭৬ টি শিশুর অর্টিজম রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।' পাশাপাশি ৪৭৬ জন শিশু অন্য রোগে আক্রান্ত বলে জানান তিনি। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে শশী পাঁজা বলেন, 'রাজ্যের মোট ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৮১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে ৮১ হাজারের বেশি কেন্দ্রে অগ্নি নির্বাপক ও রান্নার গ্যাস সংযোগের জন্য রাজ্য সরকার ২৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।'

রাজ্যে হোম স্টে'র সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ৬০০টি হোম স্টে রয়েছে বলে জানাল রাজ্য সরকার। পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বিধানসভায় বলেন, '২০১৬ সালে যেখানে রাজ্যের মূলত উত্তরবঙ্গে ২০০ টি হোম স্টে ছিল, বর্তমানে রাজ্য জুড়ে তা বেড়ে ২ হাজার ৬০০ হয়েছে। হোম স্টে ও পর্যটন নীতি-সহ বিভিন্ন ইনসেন্টিভ স্কিমের জন্যই হোম স্টে'র প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে বলে জানান তিনি।

বন্যা বিধ্বস্ত কেরলে সেবাকাজ শুরু করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরালার ওয়েনাড় জেলার কালপেটো ব্লকের মধুমালাই জঙ্গল সংলগ্ন বিশাল এলাকা ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত। বহু গ্রাম সম্পূর্ণ রূপে নদীগর্ভে চলে গেছে। শয়ে শয়ে মানুষ নিখোঁজ। স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি বহু সংখ্যক বাঙালি, অসমীয়া ও ঝাড়খণ্ড থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাণহানি হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের ত্রিবান্দম শাখার পক্ষ থেকে কেরলের দুর্গত এলাকাগুলিতে উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। চুরামালা মেপ্পাদি, মুন্ডাকাই, চালিয়ার, পত্তুকালী, নিলামবুর, চাম্বুতারা সহ বিভিন্ন গ্রামে ত্রাণ ও সেবামূলক কাজ চলছে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন,'পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এলাকা অতি দুর্গম হয়ে গেছে। রাস্তা ভেঙে গেছে। ধসে আর কাদাতে এখনও বহু জায়গায় পৌঁছানো যাচ্ছেনা। শ্রমিক যারা বেঁচে আছেন তাদের কাজ নেই, আশ্রয় নেই, পোশাক নেই, খাবার নেই। এই মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়ানো অতি প্রয়োজন।' এই পরিস্থিতিতে সংঘের পক্ষ থেকে আবেদন করা হচ্ছে, এই সেবাকাজ চালিয়ে যেতে ও দুর্গত মানুষদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সকলে এগিয়ে আসুক সকলে।

শুক্রবার শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের তরফে অক্ষয় তৃতীয়া মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। গত ২২ জুন অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবের ভাগ্যবান বিজয়ীদের বাছা হয়েছিল লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে। সেই ৪ জন বিজয়ীদের এই অনুষ্ঠানে মেগা ড্র পুরস্কার ৪টি স্ক্যুটি তুলে দেওয়া হল।

পরিবেশ বাঁচানোর লক্ষ্যে সাইকেল নিয়ে পাড়ি নেপালি যুবকের। বাংলাদেশের ঢাকা হয়ে ভারতে প্রবেশ। বর্তমানে হাওড়া ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি রোশন লামিচানের এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরেছে।

ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মুখের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সোনারপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে ন্যাশনাল ওরাল হাইজিন ডে উপলক্ষে সোনারপুরের এক স্কুলে মুখের ভিতরের স্বাস্থ্য পরীক্ষার এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই শিবিরে প্রায় ৭০০ জন শিক্ষার্থীর মুখের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সম্পাদক ডা. রাজু বিশ্বাস জানান, 'ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন একমাত্র সংগঠন যারা ১০ বছর ধরে বিভিন্নভাবে ওরাল হাইজিন ডে পালন করে চলেছে।' এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. শুভ্র নন্দী, ডা. অসিত পাল, ডা. এইচ.ডি অধিকারী, ডা. সীতাংশু ঘোষ, ডা. সুদর্শনা মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা।

বৃষ্টির দুর্যোগে জেলাশাসকদের সতর্ক করল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণাবর্তের কারণে আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকায় সাধারণের নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার জেলাশাসকদের সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। জমা জল সরাতে পাম্প ব্যবহার করার পাশাপাশি কোথাও যেন বিদ্যুতের তার জলের মধ্যে পড়ে না থাকে, নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্বল নদী বাঁধের উপরেও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রাখার পাশাপাশি বিপদজ্জনক এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার বিধানসভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৩ তম জন্মদিবস পালিত হল। ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনিসুর-আলিফ গ্রেপ্তারের পর ইডির হাতে রেশন দুর্নীতির নয়া তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ ও আলিফ নূর রহমান ওরফে মুকুলকে গ্রেপ্তার করার পর সামনে আসছে আরও সব চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিদেশ দেগঙ্গার তৃণমূল ব্লক সভাপতি। বলে রাখা শ্রেয়, মুকুল বিদেশেরই ভাই।

মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের বেড়াচাপায় পিজি হাই টেক রাইস মিলে হানা দেয় ইডি। এরপরই মুকুল ও বিদেশের নাম উঠে আসে। বৃহস্পতিবার দুই ভাইকে সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বয়ানে একাধিক অসঙ্গতির জন্য এই গ্রেফতারি বলে খবর।

সূত্রের খবর, মুকুল, বিদেশদের রাইস মিল সম্পর্কে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। যা যথেষ্ট ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। একইসঙ্গে তাঁদের যে সম্পত্তি তারও উৎস সম্পর্কে যথাযথ নথি দেখাতে পারেনি তারা। সেই জায়গা থেকেই গ্রেফতারি বলে খবর। নকল চাল বানানোর মেশিনের তথ্যও এসেছে ইডির আধিকারিকদের হাতে। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, চিন থেকে চাল তৈরির এই মেশিন নিয়ে আসা হয়েছিল। এছাড়াও ইডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভুয়ো কৃষকদের নামে ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বালু ঘনিষ্ঠ এই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে। ইডি সূত্রে খবর, সেই টাকা ঘুর পথে যায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকেরই তিন সংস্থার অ্যাকাউন্টে। এসএসকেএম-এ বসে লেখা বালুর চিঠিতে এই দুই ভাইয়ের কথার উল্লেখও রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রে আরও খবর, রেশনের চালের ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে আনিসুর রহমান নিজের পরিবারের সদস্যদের নিকট বন্ধুদের চাষি দেখিয়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। ধান কেনার ভুয়ো নথি তৈরি করা হতো। এরপর সেই নথি দেখিয়ে যে টাকা এসেছে তা গিয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তিনটি সংস্থায়। এই বিস্ফোরক তথ্য ইতিমধ্যেই হাতে পেয়েছেন ইডি গোয়েন্দারা।

এদিন আদালতে একাধিক তথ্য পেশ করে তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাদের দাবি, এসএসকেএম হাসপাতালে শুয়ে থেকেই প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আনিসুর ওরফে বিদেশ ও আলিফ নূর ওরফে মুকুলকে প্রতি মাসে ১০ লক্ষ টাকা সুদ বাবদ জমা দিতে বলেন। ইডি আরও জানিয়েছে, জ্যোতিপ্রিয়র হিসেব রক্ষক শান্তনু ভট্টাচার্যের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সেইসব ডিজিটাল প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, একটি ফোল্ডারে উল্লেখ ছিল বিদেশ ও মুকুলের নাম। ১০ লক্ষ টাকা করে সুদ দেওয়ার বিষয়টিও ওই শান্তনুর থেকে পাওয়া নথিতেই মিলেছে। ইডি সূত্রের খবর, এই দুই ভাই ছিলেন জ্যোতিপ্রিয়র 'মানি মেশিন'। তাঁদের মাধ্যমে ৪৫ কোটি টাকা গিয়েছে তিনটি সংস্থায়। বিদেশ ও মুকুল নিজেদের কৃষক বলে দাবি করেন। কৃষক বলেই পরিচয় দেন সরকারের কাছে। এভাবেই তাঁরা টাকা হাতিয়ে নেন বলেও অভিযোগ ইডি-র। আধিকারিকদের দাবি, সরকারি আটার সিল ও স্ট্যাম্প পাওয়া গিয়েছে বিদেশের রাইস মিল থেকে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, ইডি-র আইনজীবী আদালতে বলেন, 'আমরা অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করে চলেছি। এতে মানুষের টাকা জড়িত। টাকা বিদেশেও পাচার হয়েছে।' এরপরই বিচারক জানতে চান, ধৃত এই দু'জন যে রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত তার প্রমাণ ইডি-র হাতে রয়েছে কি না সে ব্যাপারেও। তবে রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আনিসুর ও আলিফ নূর অবশ্য জামিন চাননি এদিন। আদালত সূত্রে খবর, বিদেশ-মুকুলের ২০ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১২ অগাস্ট ফের আদালতে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উচ্ছেদের ক্ষেত্রে দ্বিচারিতা করছেন মুখ্যমন্ত্রী, কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উচ্ছেদের ক্ষেত্রে দ্বিচারিতা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নৈহাটির গৌরীপুর সিং ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এমনই অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, রেলের জমিতে অবৈধভাবে জবরদখল করে থাকা হকারদের উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তৃণমূল ঝান্ডা নিয়ে পুনর্বাসনের দাবি করছে। অথচ বিনা নোটিশে পুনর্বাসন না দিয়েই রাজ্য জুড়ে হকার উচ্ছেদ অভিযান চলছে। তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ডাহা ফেল।' সংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, 'সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে একটাও দোকানপাট ভাঙা হচ্ছে না। হিন্দুদের রুটিরুজি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' তাঁর অভিযোগ, আরপিএফের মদতে রেলের জমিতে দোকান করে কিংবা রেলের পুকুরে মাছ চাষ করে তৃণমূলের লোকজন জীবিকা নির্বাহ করছেন। উচ্ছেদের কারণ হিসেবে তাঁর ব্যাখ্যা, লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে তৃণমূল ৭১টি পুরসভায় হেরেছে। কলকাতা কার্পোরেশনে ৪৭টি ওয়ার্ডে তৃণমূল পরাজিত হয়েছে। সেই ক্ষোভে হিন্দুদের পেটে লাথি মারতে মমতার এই উচ্ছেদ অভিযান।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আওয়াজ তুলছিলেন শিল্পের জমিতে শিল্প গড়া হবে। শিল্পের জমিতে আবাসন গড়া যাবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল রুগ্ন শিল্পাঞ্চলে শিল্পের জমিতে একটাও শিল্প গড়ে উঠল না। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর কাঁচড়াপাড়া থেকে শুরু করে ডানলপ পর্যন্ত বন্ধ থাকা একটাও কারখানা খোলেনি। এই রুগ্ন শিল্পাঞ্চলে প্রায় ৭০ থেকে ৭২টি কারখানা এখনও বন্ধ। অথচ নতুন করে একটাও কারখানা গড়ে ওঠেনি। শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, বন্ধ থাকা ডানলপ কিংবা জেশপ কারখানা অধিগ্রহনের আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ওই দুটি কারখানা খোলে নি। উল্টে বন্ধ কারখানা থেকে অবাধে যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে গিয়েছে। ডানবার কটন মিলের জমিতে আবাসন তৈরির চেষ্টা চলছে। লোকসভা ভোটের আগে গৌরীপুর জুটমিল খোলার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তৃণমূল ভোট আদায় করেছে। অথচ ওই মিলটি এখনও খোলে নি। তাঁর দাবি, আইন মেনে বন্ধ কারখানা কিংবা মিল চালুর চেষ্টা না করে মুখ্যমন্ত্রী সস্তায় রাজনীতি করছেন। এক টাকার বিনিময়ে চিটফান্ড সংস্থা প্রয়াগ গোষ্ঠীর জমি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিকে দেওয়া নিয়েও এদিন সুর চড়ালেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, চিটফান্ড সংস্থার ফ্লিম সিটির জমি সৌরভ গাঙ্গুলির হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। যদিও সম্প্রতি সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আমানতকারীরা কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন। তাঁর কটাক্ষ, রাজ্য সরকার খেলাধূলার প্রসারে সৌরভ গাঙ্গুলিকে জমি দিতেই পারে। সেইসঙ্গে এটাও দেখতে হবে সৌরভের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিনা পয়সায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কিনা। প্রসঙ্গত, বাজেট নিয়ে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ খন্ডন করে বাংলায় কেন্দ্রের একগুচ্ছ বরাদ্দের ফিরিস্তি এদিন তিনি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং জানান, 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিতে ৩৪ কোটি, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউশনে ৬৬.৫ কোটি, সত্যজিৎ রায় ফ্লিম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ৪৬ কোটি, আইএসআই-তে ২০ কোটি, এশিয়াটিক সোসাইটিতে ২১ কোটি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ১১ কোটি, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ৯.৫ কোটি, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউশনে ২.২ কোটি, রাজা রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনে ৬.৫ কোটি, কলকাতার বোস ইনস্টিটিউটে ৯১.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাঁর সংযোজন, কলকাতা মেট্রোতে ৯০৬ কোটি, জোকা-মাঝেরহাট মেট্রোতে ১,২১০ কোটি এবং দমদম-গড়িয়া মেট্রোতে ১,৭৯১ কোটি টাকা কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে। তাছাড়া জল শক্তি মন্ত্রণালয় এবং রাস্তাঘাট নির্মাণেও কেন্দ্র টাকা বরাদ্দ করে থাকে। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, নাকি বাজেটে বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশি সন্দেহে সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করা নয়, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বাংলাদেশি বলে কাউকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা যায় না। একটি মামলার প্রেক্ষিতে এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টে। পাশাপাশি রাজ্যের উদ্দেশে উচ্চ আদালতের প্রশ্ন, সব পরিচয়পত্র থাকার পরেও আর কী নথি চাই তা নিয়েও। ঘটনার সূত্রপাত, দমকল বিভাগে নদিয়ার রানাঘাটের হাঁসখালির বাসিন্দা সুদীপ বিশ্বাসের ফায়ার অপারেটর পদে চাকরির আবেদনকে ঘিরে। ২০২০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দমকল বিভাগের ফায়ার অপারেটর পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হয়। পরের বছর জানুয়ারি মাসে ইন্টারভিউ হয় নিয়োগের। চাকরির পরীক্ষায় সুদীপ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু, চাকরিপ্রার্থী তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় আটকে যান। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এবং রাজ্যের তরফে জানানো হয়, সুদীপ বাংলাদেশি নাগরিক। তিনি এ দেশে চাকরি পাওয়ার অধিকারী নন। যদিও ওই চাকরিপ্রার্থীর দাবি, তাঁর কাছে ভারতের পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, সবই রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে কী ভাবে তাঁকে বাংলাদেশি বলে অভিহিত করা হল সেই প্রশ্ন তুলে পিএসসির বিরুদ্ধে স্টেট

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রাইব্যুনাল (স্যাট)-এ মামলা দায়ের করেছিলেন সুদীপ। স্যাট ওই মামলা খারিজ করে দিলে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁর হয়ে মামলাটি লড়েন আইনজীবী শান্তনু মাঝি এবং আইনজীবী অনিন্দ্য বসু। শুক্রবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার নির্দেশে জানায়, ওই চাকরিপ্রার্থী চাকরি পাওয়ার যোগ্য। আদালত এরপরই স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, 'আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীকে দমকলের ফায়ার অপারেটর পদে চাকরি দিতে হবে।'

প্রসঙ্গত, ওই চাকরিপ্রার্থীর মামলায় রাজ্য হাইকোর্টে জানিয়েছিল ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পরে ভারতে এসেছে সুদীপের পরিবার। তাই তাঁর নাগরিকত্ব প্রশ্নের মুখে। কারণ, ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী, নাগরিকত্বের একাধিক দিক খতিয়ে দেখা হয়। এ ক্ষেত্রেও তা যাচাই করে দেখছে পুলিশ। যদিও রাজ্যের ওই যুক্তিতে মান্যতা দেয়নি আদালত। বরং হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, মামলাকারী যে বাংলাদেশি নাগরিক, তার সপক্ষে রাজ্যের কাছে কোনও প্রমাণ নেই। কোনও প্রমাণ ছাড়াই যুক্তি দিচ্ছে রাজ্য। তাই সন্দেহের বশে এ ভাবে কাউকে সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করে রাখা যায় না।

পিআইবি'র ভূমিকা নিয়ে রাজ্যসভায় সরব শমীক ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তর দিল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) ভূমিকা নিয়ে রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্যের নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

কলকাতায় পিআইবি'র স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীসংখ্যা-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে শুক্রবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডা. এল মুরুগান জানান, মন্ত্রকের সদর দফতর নয়াদিল্লিতে। তারই অধীনে দেশের পাঁচটি 'জোন'-এ পিআইবি-র ১৯টি আঞ্চলিক অফিস আছে। কলকাতার পিআইবিতে ১৮ জন স্থায়ী এবং একজন অস্থায়ী কর্মচারী রয়েছেন।

বাংলায় পিআইবি'র প্রেস বিজ্ঞপ্তি পেতে সময় লাগে বলে শোনা যায়। এর কারণ এবং এই কাজে গতি আনতে কী ভাবা হচ্ছে, শমীকবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, 'দিল্লি থেকে দেওয়া পিআইবির অফিসিয়াল সাইটে দেওয়া কোনও তথ্য স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এরপর আঞ্চলিক ভাষায় সেগুলো প্রচারমাধ্যমে পাঠানো এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।' পিআইবি সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের খবর দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে মেল ছাড়াও গত ১১ জানুয়ারি থেকে সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালু করা হয়েছে। এতে সদস্য রয়েছেন ১১০ জন।

পশ্চিমবঙ্গে ভুয়া খবর নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক তথ্যানুসন্ধানী শাখার ব্যাপারে পিআইবি কী ভাবছে? শমীকবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকারের খবর যাতে ভুল না ছড়ায় তা দেখতে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের আওতায় পিআইবি ২০১৯-এর নভেম্বরে সালে একটি তথ্য অনুসন্ধান ইউনিট গঠন করেছে। তারা প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরের স্বীকৃত সূত্রের কাছ থেকে তথ্যের বা খবরের সত্যতা বিশ্লেষণ করে তা সামাজিক মাধ্যমে তুলে দেয়।' পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কে পিআইবি'র প্রক্রিয়া জানতে চান শমীকবাবু। উত্তরে মন্ত্রী জানান, 'পিআইবির মাধ্যমে সরকারের সমস্ত কর্মসূচির তথ্য সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া হয়। এছাড়াও 'মিডিয়া বার্তালাপ' নামে একটি কর্মসূচি চালানো হয়। এর মারফত সরকারের কাজের কথা সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়।'

হিরণের আবেদনে সব পক্ষকে নোটিস ইস্যুর নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী দেবের কাছে হেরে নির্বাচনের ফলকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপির হিরণ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের বেঞ্চে হিরণের ইলেকশন পিটিশনের ভিত্তিতে শুনানি ছিল। সূত্রে খবর, এদিন সব পক্ষকে নোটিস ইস্যু করার নির্দেশ দেয় আদালত। হিরণের দায়ের করা পিটিশনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশ, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের সব ভোট কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ, ডিভিআর, ইভিএম, ব্যালট, অফিস নোট, নির্বাচনী কাগজপত্র সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। নির্বাচন কমিশন সমস্ত সংরক্ষণের কাজ করবে।

প্রসঙ্গত, খড়গপুরের বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে লোকসভা ভোটে ঘাটালের প্রার্থী করেছিল বিজেপি। এই কেন্দ্র তৃণমূলের, এখনকার সাংসদ দীপক অধিকারী দেব। ভোটের আবহে বারবারই দেবে ও তৃণমূলকে নানা অভিযোগে বিদ্ধ করেন বিজেপি প্রার্থী। এবারের লোকসভা নির্বাচনে জয় নিয়েও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তবে নির্বাচনী ফল প্রকাশ্যে আসতে দেখা যায়, ১ লক্ষ ৮২ হাজার ভোটে হিরণকে হারিয়েছেন দেব। ভোটে হারার পরই নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা করেন বিজেপি প্রার্থী। শুধু হিরণই নন, বসিরহাটের রেখা পাত্র, ডায়মন্ড হারবারের অভিজিৎ দাস ববি থেকে আরামবাগের অরূপ দিগর, সকলেই ভোটে হেরে ভোটের ফল নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন। সম্প্রতি রেখা পাত্রের পিটিশনের শুনানি হয় বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে। ইভিএম, ব্যালট, সিসিটিভি, ডিভিআর, নির্বাচনী সমস্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৪ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এরইমধ্যে এবার হিরণের মামলায়ও সেই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নির্বাচনী কারচুপি নিয়ে মামলা করেন হিরণ। সিসিটিভি ফুটেজের ফরেন্সিক রিপোর্ট নিয়ে আগামী শুনানিতে আলোচনা হবে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর হিরণের মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

ওয়েনাড়ে কর্মরত ১৫৫ শ্রমিকের খোঁজ মিলেছে: মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরালার ওয়েনাড়ে বর্তমানে রাজ্যের যে ২৪২ জন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে, তারমধ্যে ১৫৫ জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বে শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে তারা সবাই সুস্থ আছেন। বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।' এক অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'গত ৩১শে মে পর্যন্ত রাজ্যে

২১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৩৭ জন কর্মসাথী পোর্টালে নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন।

এরমধ্যে মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। পাশাপাশি অন্য রাজ্য থেকে এই রাজ্যে এসে প্রায় ১ কোটি শ্রমিক বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন।'

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রম মন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে বর্তমানে ১৫৯টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। সেগুলি চালু করার জন্য শ্রমদপ্তর নিয়মিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করছে।'

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে 'তরুণের স্বপ্ন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে নেতাজির লেখা 'তরুণের স্বপ্ন'। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে এমনটাই। অর্থাৎ, ২০২৫ সাল থেকে দশম শ্রেণির প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তা পড়তে হবে। তবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হলেও তার উপর কোনও মূল্যায়ন করা হবে না। পোশাকি ভাষায় এটি, 'নন-ইভ্যালুয়েটিভ সাপ্লিমেন্টারি রিডার'।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, দশমের ছাত্রছাত্রীদের 'তরুণের স্বপ্ন' পড়ানোর এই পদক্ষেপের পিছনে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মতামত। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি একটি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মত প্রকাশ করেছিলেন যে 'তরুণের স্বপ্ন'-র মতো বই বাচ্চাদের পড়া উচিত। তবেই তাদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা বাড়বে। তার প্রেক্ষিতেই পাঠ্যক্রমে এই বই যুক্ত করা হয়েছে পর্ষদের তরফ থেকে।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষক মহলের বক্তব্য, ছাত্রাবস্থায় 'তরুণের স্বপ্ন' পাঠের গুরুত্ব অনেকখানি। মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য বইটির কোনও বিকল্প নেই বলেই মত তাঁদের। নেতাজির লেখা চিঠি এবং প্রবন্ধের সংকলনটি বিভিন্ন মানুষকে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে।

তবে এই বইয়ের উপর মূল্যায়ন করা হবে না অর্থাৎ পরীক্ষায় কোনও প্রশ্ন করা হবে না, তাই এর গুরুত্ব তেমন থাকবে না বলেই মনে করছে শিক্ষকদের একাংশ। পাঠ্যসূচির অন্য কোনও অংশ কমিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 'তরুণের স্বপ্ন' প্রবন্ধটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী।

সৌরভের প্রচারে ফ্ল্যাট কিনে প্রতারিত, মহেশতলা থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 'প্রচার' করছেন দেখে ফ্ল্যাট কিনে 'প্রতারিত' তাঁরা ! প্রতিশ্রুতি মতো ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা তো মিলছেই না, উল্টে চুক্তি-বহির্ভূত ভাবে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে মালিক পক্ষের তরফে। এমনই অভিযোগ তুলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানার দ্বারস্থ হলেন আবাসিকেরা। আবাসন প্রকল্পের মুখ্য প্রচারক হিসাবে সৌরভের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ও আবাসনে নিরাপত্তাজনিত সমস্যার সমাধান চেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করেন তাঁরা। পুলিশের কাছে জমা পড়া অভিযোগপত্রে সব মিলিয়ে ১২৭ জনের সই রয়েছে।

অভিযোগকারীরা জানান, তাঁরা মহেশতলা থানার অন্তর্গত ১ নম্বর বাটানগর রোডের আবাসনের বাসিন্দা। গোটা আবাসন প্রকল্পে কমবেশি পাঁচ হাজার ফ্ল্যাট রয়েছে। ২০১৩ সালের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। অভিযোগকারী আবাসিকদের দাবি, এরপর ২০১৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সৌরভ, তৃণমূলের অভিনেতা-সাংসদ দেব এবং আবাসন প্রকল্পের মালিক নিজে। সেই অনুষ্ঠানেই আবাসন প্রকল্পের সঙ্গেই ফিল্ম সিটি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও হাসপাতাল উদ্বোধনের ঘোষণা করা হয়। সৌরভকেও নিয়োগ করা হয় প্রকল্পের 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' হিসাবে। এরপর থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে, খবরের কাগজে প্রচার। শহর ছয়লাপ হয়েছে আবাসন প্রকল্পের পোস্টার, ফ্লেক্সে। আর এখানেই অভিযোগকারীদের দাবি, সৌরভের কথায় 'ভরসা' পেয়ে, সৌরভের প্রতি আস্থা থেকেই তাঁরা ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। কিন্তু আবাসিকদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার একটিও পূরণ হয়নি! শুধু তা-ই নয়, আবাসন প্রকল্পের

> **প্রতিশ্রুতি মতো ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা তো মিলছেই না, উল্টে চুক্তি-বহির্ভূত ভাবে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে মালিক পক্ষের তরফে।**

প্রথম দফার যে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল ২০১৭ সালের মধ্যে, তা এখনও অসম্পূর্ণ বলেই দাবি আবাসিকদের। অভিযোগকারীদের দাবি, চুক্তি মতো আবাসিকদের যে সব ন্যূনতম সুযোগসুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা পাওয়ার কথা ছিল, তা-ও মিলছে না। আবাসনে জলের সমস্যা রয়েছে। অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সেই ভাবে নেই। আবাসনে সিসি ক্যামেরার সংখ্যাও কম। আর যেগুলি লাগানো রয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই আবার খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এমনকি প্রায়ই বিকল হয়ে যায় আবাসনের লিফ্‌টও। বেশ কয়েকবার আবাসিকেরা লিফ্‌টে আটকেও পড়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। আবাসনে উপযুক্ত নিরাপত্তা-নজরদারি না থাকায় মধুচক্রের মতো বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম চলছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন আবাসিকেরা।

এর পাশাপাশি টাকাপয়সা নিয়েও মালিক পক্ষের সঙ্গে বিবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অভিযোগপত্রে। এই প্রসঙ্গে অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ফ্ল্যাট হস্তান্তরে দেরি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল মালিকপক্ষের। ২০১৭ সালে যাঁদের ফ্ল্যাট পাওয়ার কথা ছিল, সব টাকা মেটানোর পরেও তাঁদের অনেকেই এখনও ফ্ল্যাট হাতে পাননি। বাকিরা দেরিতে পেয়েছেন। চুক্তি মতো তাঁরা কেউই ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। উল্টে, চুক্তি-বহির্ভূত ভাবে ফ্ল্যাটমালিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হচ্ছে চাপ দিয়ে। আবার চুক্তি মতো ৮০ শতাংশ টাকা ক্রেতার থেকে নেওয়ার পরেও চুক্তি বাতিল করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

একইসঙ্গে আবাসিকরা এও জানিয়েছেন, যা পরিস্থিতি, তাতে এই আবাসন আর মোটেই বসবাসের উপযুক্ত নয়। ২০১৫ সালে যাঁরা ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, তাঁদের অনেকেই কম দামে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, এর দায় যদি মালিক পক্ষের হয়, তা হলে 'প্রচারক' হিসাবে সৌরভও এর দায় এড়াতে পারেন না। কারণ, তাঁর প্রতিশ্রুতিতেই অধিকাংশ লোক ফ্ল্যাট কিনতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সৌরভ জানান, 'আমি ওই প্রোজেক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলাম মাত্র। এর সঙ্গে আমার আর কোনও যোগ নেই। আমি এ বিষয়ে কিছু জানিও না। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে আমার যে টাকা পাওয়ার কথা ছিল, আমি নিজেই সেই টাকা এখনও পাইনি।'

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সবজির মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিটি ছোটো, বড় বাজারে লাগাতার নজরদারি চালিয়েছে টাস্ক ফোর্স-সহ পুলিস আধিকারিকরা। যার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন খোলা বাজারে সবজি-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসেছে বলে জানালো রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিধানসভায় নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিজেপি পরিষদীয় দলের আনা এক মুলতুবি প্রস্তাবের উপরে আলোচনার জবাবি ভাষণে এমনটাই জানান কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'তবুও রাজ্য সরকার এই ধরনের সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬০০টি সুফল বাংলা স্টল খোলা হয়েছে। কেন্দ্র সরকার পেট্রোপণ্য ও সারের দাম বৃদ্ধি করায় জিনিসপত্রের দাম নাগাল এর বাইরে চলে গিয়েছে।' এদিন জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধির করা সমালোচনা করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিরোধীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বলেন, '২০১৬ সাল থেকে রাজ্য সরকার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেনি। বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশনের সুপারিশ মেনে সিইএসসি ঘুরপথে ইউনিটের স্ল্যাব কমিয়ে যেভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে, রাজ্য সরকার তার বিরোধিতা করছে।' এর আগে মুলতবি প্রস্তাবটি পাঠ করে আলোচনার শুরুতে বিজেপি বিধায়ক নরহরি মাহাতো রাজ্য সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সাধারণের উপরে বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

সম্পাদকীয়

দাম কমাতে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি চালু করতে হবে

আমাদের দেশে সরকারি সহায়ক মূল্য সম্পর্কিত (এমএসপি) কোনও আইন নেই। সবটাই সরকারের মর্জি। ইচ্ছে করলে সরকার এমএসপি ঘোষণা করতে পারে, আবার না-ও পারে। তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের কৃষকদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তখনই সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করা হবে, বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল-২০২০ বাতিলের কথা বিবেচনা করা হবে। আন্দোলনে যে সব কৃষকের উপর মিথ্যে মামলা চাপানো হয়েছিল, তা তুলে নেওয়া হবে এবং যে সব কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই কয়েকটি দাবি লিখিত প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের তরফ থেকে। অথচ, আজও সেগুলি কার্যকর করা হয়নি। ফলে চাষিদের মধ্য থেকে দাবি উঠেছে এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করতে হবে, সমস্ত কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এই এমএসপি চালু করতে হবে। সরকারি সহায়ক মূল্য হতে হবে কমপক্ষে কৃষকের সমস্ত খরচের দেড়গুণ। তা হলে কৃষক খেয়ে পরে বাঁচতে পারবেন। কিন্তু সরকার এই ন্যায়সঙ্গত দাবি মানতে রাজি নয়। সরকারের বক্তব্য, অত টাকা নেই। অথচ, কর্পোরেট কোম্পানিগুলিকে কর ছাড় দেওয়ার সময় তাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে দেওয়ার সময় তো টাকার অভাব হয় না। অভাব হয় শুধুমাত্র কৃষকের ফসল কেনার সময়। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের প্রবেশ করতে দেওয়া চলবে না। সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি চালু করতে হবে। সার বীজ তেল জল ইত্যাদি সস্তা দরে কৃষককে সরবরাহ করতে হবে, এ ক্ষেত্রে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। এর সঙ্গেই কৃষকের ফসল লাভজনক দাম দিয়ে সরকারকে কিনে নিতে হবে, এবং সেই ফসল সস্তা দরে সাধারণ মানুষকে সরবরাহ করতে হবে। একেই বলা হচ্ছে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি। কিন্তু সরকার এই নীতি চালু করতে চাইছে না বহুজাতিক কোম্পানি এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। এর ফলে কৃষক সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। কৃষকের ফসল যে দামে বাজারে কেনা হয়, তার তিন-চার গুণ দামে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়। ফলে সাধারণ ক্রেতাদেরও মূল্যবৃদ্ধির কোপে পড়তে হয়।

শব্দবাণ-৫

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বাধাহীন, অবারিত ৩. জীবনী ব দিনলিপি ৫. বেজি ৬. ভাগ্যপরীক্ষার খেলা ৭. লাভ ৯. গন্ডগ্রোম ১১. শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ বেদি ১২. যাত্রা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র ২. কাজের চাপ, খাটুনি ৩. পদ্ম ৪. জীবিকার সংস্থান ৭. আসলে, মূলে ৮. মাকড়সা ৯. সমাধি, মুসলমানদের গোর ১০. গাজনের — বাজা

সমাধান: শব্দবাণ-৪

পাশাপাশি: ১. মহাস্থবির ৩ নরকপাল ৬.রামরহিম ৭. সংবিধান।

উপর-নীচ: ১. অলখঝোরা ২.মহানগর ৪. কলমদান ৫.লকআউট।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীল ছেত্রী

১৯১৬ *বিশিষ্ট হিন্দি কবি শকিল বাদায়ুনির জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট কমেডি অভিনেতা সুনীল গ্রোভারের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সুনীল ছেত্রীর জন্মদিন।*

বাংলাদেশের কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেই দেশ হারানোর আতঙ্ক জেগে ওঠে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলাদেশের অচলাবস্থার রেশ এখনও কাটেনি। দুশ্চিন্তার ঘনঘটা সরকারি নিষেধাজ্ঞা থেকে আন্দোলন তুলে না নেওয়ার মধ্যেই তা প্রতীয়মান। সোস্যাল মিডিয়াতেও সরকার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা এখনও সমান সক্রিয়। যুদ্ধং দেহি মনোভাবের মধ্যে বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান আরও তীব্র,আরও সোচ্চার। সেখানে চাকরিতে কোটা বিরোধী আন্দোলন থেকে সরকার বিরোধী বিদ্রোহের অভিমুখ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। সুকুমার রায়ের 'হযবরল'-এর ভাষায় ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল! অবশ্য দেশজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার গতিপ্রকৃতি দেখে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল তার নেপথ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ক্ষমতালোভী বিরোধী দলের গভীর ষড়যন্ত্র বর্তমান। সংগঠিত আন্দোলনের অচিরেই বিধ্বংসী আক্রমণে পরিণত হওয়াতে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্দোলনে একের পর এক তরতাজা প্রাণের আত্মবলিদানে আন্দোলন আরও উগ্র মূর্তি লাভ করে, সে দেশের আমজনতাও পাশে এসে দাঁড়ায়, এপারের জনসমর্থনও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ছাত্রদের ন্যায্য দাবির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই এপার বাংলার অনেকেই সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ায় অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ছাত্র আন্দোলনের অপরাজেয় শক্তিতে সবার বিশ্বাস তখন টগবগিয়ে ফুটছে। অথচ তার নেপথ্যে যে দেশের জনতার শুধু যোগ নেই, সেইসঙ্গে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ক্ষমতাকামী বিরোধী রাজনৈতিক দলেরই নিবিড় সংযোগ বিদ্যমান,তা ছাত্র আন্দোলনকে গণবিধ্বংসী বিদ্রোহে রূপান্তর করাতেই ঝোলা থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। একদিকে যখন সরকারি ভাবে দমনপীড়নের মাধ্যমে আন্দোলনকে প্রতিহত করার প্রয়াস চলে,অন্যদিকে তেমনই সেই বিদ্রোহের আবহ রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হতে থাকে, জেলখানা ভেঙে কয়েদিদের মুক্ত করতেও যুদ্ধং দেহি মনোভাব। অসংখ্য কয়েদি পালিয়ে যায়, জেলকর্মীদের ছদ্মবেশে প্রাণ বাঁচাতে হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় ছাত্র আন্দোলন গণআন্দোলনে সামিল হতে পারত,অথচ তা ক্রমশ সরকার উৎখাতে তীব্র গণঅভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে চলে। শুধু তাই নয়, চাকরির কোটা বিরোধী আন্দোলনের মধ্যেই ভারতবিরোধী মনোভাব থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষভাবনা মিছিলের অগ্রভাগে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেখানে 'ভারত যাদের মামার বাড়ি/বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি'র শ্লোগানে চাকরির কোটার কোনও কথা নেই, বরং কোটর থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষে স্বদেশে পরবাসী করার হিংস্রতা বেরিয়ে এসেছে। আবার তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

সাতচল্লিশের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারায় যে দেশভাগ হয়েছিল,ত াতে সম্প্রতি আসেনি, ধর্মীয় ঐক্যেও দেশের একতা বজায় থাকেনি, উল্টে ধর্মীয় বিদ্বেষের বীজ অচিরেই চিরশত্রুর বিষবৃক্ষে মহীরূহ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পর মুসলিমপ্রধান পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়। সেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত করায় হিন্দুপ্রধান ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের সেই উদারতার হাতছানিও সেই বিষবৃক্ষের ছায়ায় সন্দেহের আধার হয়ে ওঠে। তাই 'মামার বাড়ি' হয়ে ওঠে স্বামী পরিত্যক্তা মায়ের বাবার বাড়ির শেষ আশ্রয়। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বদেশে পরবাসীর জীবন অনিবার্য নিয়তি হয়ে ওঠে, অনেকের সে দেশ ত্যাগে অবশেষে ভারতের আশ্রয়ে 'মামার বাড়ি'র হাতছানি দেয়। সেই মর্মান্তিক প্রাণান্তকর ধারা আজও অব্যাহত। সেখানে স্বদেশবাসীর প্রতি কোনওরকম মমত্ব নেই, বাঙালির জাতিগত ঐক্যবোধেও নেই একাত্মতার পিছুটান। দেশভাগে বাঙালির মনভাগও হয়ে গেছে। এপারে বাঙালি, ওপারে বাংলাদেশি। বাঙালি জাতির চেয়েও বড় হয়ে ওঠে ধর্মীয় পরিচয়। বাঙালি হলেও হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ই সেক্ষেত্রে শেষ কথা। মুখে বাঙালি বলে ঐক্যবোধ গড়ে তুললেও মনে ধর্মীয় বিদ্বেষ সদা জাগ্রত। সেখানে ওপার বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় ভূমিকা স্বাধীন বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করে। আওয়ামী লীগের প্রতি সে দেশের বাঙালি হিন্দুদের সমর্থনের কথা এপারে চলে আসা মানুষের মুখে মুখে। সেখানে সরকারবিরোধী দলের কাছে ধর্মীয় বিদ্বেষই শুধু নয়,ভোটব্যাঙ্কের অভাববোধেও হিন্দুবিদ্বেষী মানসিকতা অতি মাত্রায় সক্রিয়। ধর্মীয় বিদ্বেষের ছলনায় সে দেশের বাঙালি হিন্দুদের বিতাড়ন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে শত্রুর সম্পত্তি আয়ত্ত করার লক্ষ্যও আস্তিনে গোটানো থাকে। যে-কোনও অছিলায় বাঙালি হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার নেমে আসে। সেদিক থেকে সে দেশের সরকারবিরোধী আন্দোলনে ভারতবিরোধী অবস্থান থেকে অচিরেই হিন্দুবিদ্বেষী উগ্র সাম্প্রদায়িকতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেন ভারত থেকে হিন্দুরা সে দেশে গিয়ে জোর করে উপনিবেশ গড়ে বসবাস করছে। ভারতের প্রতি শেখ হাসিনা সরকারের সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার বা প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের উদার বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতাই সেক্ষেত্রে সে দেশের সরকারবিরোধী দলের ভারতবিরোধীর সঙ্গে হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সেখানে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র নীতিহীনতায় সে দেশের হিন্দুদের স্বদেশছাড়ার হুমকি দাবিতে পরিণত হয়। কোটা বিরোধী আন্দোলনেও 'বাংলা' ছাড়ার শ্লোগান অস্বাভাবিক মনে হলেও তা স্বভাববিরুদ্ধ মনে হয় না। এজন্য অচিরেই সে দেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রতি এপার বাংলার সমর্থন নীরবতায় আত্মগোপন করে।

অন্যদিকে অভ্যাসে আকর্ষণ কমে, শ্রদ্ধাও শিথিল হয়ে পড়ে। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে দীর্ঘ নয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অসংখ্য যোদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে গড়ে ওঠা স্বাধীন বাংলাদেশ তার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে চাকরিতে সংরক্ষণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে,তাও নজিরবিহীন। প্রতিবেশী ভারত বা পাকিস্তানেও তা লক্ষ করা যায় না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তরপুরুষের প্রতি এই বিরল শ্রদ্ধাবোধ দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক ধরে চালু ছিল, তা ভাবলেই সে দেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আনত হয়। এই কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সে বিষয়টি সামনে চলে আসে। সময়ান্তরে সেই শ্রদ্ধাভক্তি উবে যাবে বা তা ধরে রাখার যুক্তি অসার মনে হবে, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। সেখানে চাকরিতে কোটা বিরোধিতা করে মেধাভিত্তিক করার দাবিকে সামনে রেখে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টির আন্দোলনও যথাযথ ছিল না। কেননা দাবি ওঠার পরিসরে ১৯১৮তেই সরকারই চাকরিতে কোটা বাতিল করে দেয়। পরে ১৯২১-এর ৫ জুন সে দেশের হাইকোর্টে তা অবৈধ বোধে সরকারি নির্দেশ বাতিল করে দেয়। সরকার এজন্য সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়। তার মধ্যেই সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিধ্বংসী আক্রমণ নেমে আসে। সেখানে সরকারকে অস্থির করে আন্দোলনকে তীব্র গতিতে ছড়িয়ে দেওয়ার রণকৌশলে অসংখ্য তাজা প্রাণের হাহাকারকে হাতিয়ার করাটা কখনওই সমর্থনযোগ্য নয়। অন্যদিকে শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘস্থায়ী শাসনের কুফলও আন্দোলনকে সক্রিয় করেছে। সরকারের স্থিতিশীলতায় দুর্নীতি ও অরাজকতা স্বাভাবিকতা লাভ করে। শুধু তাই নয়, যত উঁচুতে ওঠা যায়,মাটির সঙ্গে ততই দূরত্ব বাড়ে। শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে সে দেশের মানুষের সংযোগেও দূরত্ব বেড়েছে বলেই আন্দোলনের পরিসর সারা দেশে তা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে শুধু যে সরকারবিরোধী দলের ভূমিকাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তা নয়। তার সঙ্গে আমজনতার সরকারবিরোধী যোগকে অস্বীকার করা যায় না। সোস্যাল মিডিয়ায় সরকারকে উৎখাত করার মনোভাব এখনও জারি। অন্যদিকে যে-কোনও কারণেই হোক, সরকারবিরোধী আন্দোলনের নামে দেশের সর্বনাশ করা বা সরকারকে উৎখাত করার অগণতান্ত্রিক মানসিকতা কখনওই সমর্থনযোগ্য নয়। আবার শুধু দমনপীড়নের মাধ্যমে বেশি দিন দেশও চালানো যায় না,একেবারেই তা প্রত্যাশিত নয়। দেশের আসল রক্ষক তার পুলিশ নয়, দেশের জনগণ। জনগণের সুরক্ষার স্বার্থে সরকার জরুরি, শাসন-শোষণের জন্য নয়। সেখানে সরকারের অপশাসন,অরাজকতা, দুর্নীতির শিকারে শুধু দেশের দুর্দশা নেমে আসে না,সাম্প্রদায়িক হানাহানিও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে দেশের হিন্দুবিদ্বেষী মানসিকতার নেপথ্যে সরকারবিরোধী মনোভাবকেও অস্বীকার করা যায় না।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দকথা

বিদ্যাসাগরপ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা ও ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাস্টারকে দিতে আসিলে পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, "ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্ছে না।" ঠাকুর একটি ভক্তছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "এ-ছেলেটি বেশ সৎ, আর অন্তঃসার যেমন ফল্গুনদ, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়।"

মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) — তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান! (হাস্য) ***(ক্রমশঃ)***

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জমি জালিয়াতির অভিযোগে ধৃত মায়াপুর ইসকনের ভক্ত

সনাতন ধর্মের আন্দোলনকে স্তব্ধে গ্রেপ্তার, দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জমি জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন মায়াপুর ইসকনের প্রাক্তন চিপ কোঅর্ডিনেটর জয়ন্ত সাহা ওরফে জগদআর্তিহা দাস। বৃহস্পতিবার মায়াপুর বামনপুকুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নবদ্বীপ থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়। এরপর দীর্ঘ জিজ্ঞাসার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

তবে সূত্রের পাওয়া খবর অনুযায়ী, তিনি জমির চরিত্র বদল না করেই বিদেশিদের কাছে জমি বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার ধৃত ইসকন ভক্ত জগদআর্তিহা দাসকে নবদ্বীপ আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অন্যদিকে ইসকন ভক্তের গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া মাত্রই নবদ্বীপ আদালতে পৌঁছন ভারতীয় কিষান মোর্চার সভাপতি তথা বিজেপি নেতা মহাদেব সরকার, শ্রুতি শেখর গোস্বামী ছাড়াও বিজেপির অনন্য নেতৃত্ব।

এ বিষয়ে রাজ্য কিষান মোর্চার সভাপতি মহাদেব সরকার বলেন, দীর্ঘ ১২ বছর আগে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হঠাৎ করে এখন কেন গ্রেপ্তার তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু তাই নয় তিনি হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে বিভিন্ন রকম কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন এমনকি কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী যখ ন নির্বাচনী প্রচারে আক্রমণ করেছিলেন, তখন প্রতিবাদী মুখ ছিলেন এই ইসকন ভক্ত। কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গাউন্ডে লক্ষ্য কণ্ঠ গীতা পাঠ অনুষ্ঠানেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। আর তাই হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে তিনি একজন প্রতিবাদী মানুষ বলেই তাঁকে পুলিশ চক্রান্ত করে গ্রেপ্তার করেছে।

সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, বেশ কয়েক মাস আগে ইসকনের একজন রক্ষীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তারপর ইসকনের চিপ কো-অর্ডিনেটরের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্য বঙ্গ প্রান্তের কর্মকর্তা শ্রুতিশেখর গোস্বামীর দাবি, 'জগদার্তিহা প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি নবদ্বীপ এবং মায়াপুরের সনাতন ধর্ম রক্ষার একজন মুখ। তাই সনাতন ধর্মের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে এই গ্রেপ্তার। আমরা এই এর বিরোধিতা করছি। ২০১২ সালের একটি অভিযোগ নিয়ে ২০২৪ সালে কী ভাবে গ্রেপ্তার করা হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শ্রুতিশেখরবাবু।

লাইন মেরামতে গিয়ে প্রবল ক্ষোভের মুখে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা, কাজে বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামের বিদ্যুতের লাইনে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে বলে দাবি। দিন কয়েক আগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যুর পর শুক্রবার আবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হন এক গ্রামবাসী। মারা যায় একটি গোরুও। ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এদিন গ্রামে বিদ্যুৎ লাইন মেরামতির কাজ করতে গেলে তাঁদের কাজে বাধা দিয়ে প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকাবাসী। ঘটনা বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের মেথড়া গ্রামের।

বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতেই বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের মেথড়া গ্রামে আতঙ্কের আর এক নাম হয়ে উঠেছে বিদ্যুতের লাইন। বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে আর্থিংয়ের তার মাঝে মধ্যেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ছে। মাটি ভেজা থাকায় আর্থিংয়ের মাধ্যমে সেই বিদ্যুৎ গোটা এলাকাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে তুলছে। একের পর এক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। তড়িঘড়ি গ্রামের ট্রান্সফর্মারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখেন তাঁরা। খবর পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এদিন লাইন মেরামতির কাজে গেলে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী।

এলাকাবাসীর দাবি, প্রথমে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে এসে মৃত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তারপরই লাইন মেরামতির কাজ করতে দেওয়া হবে। গ্রামবাসীদের বাধার মুখে পড়ে এদিন লাইন মেরামতির কাজ শুরুই করতে পারেননি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তাঁদের দাবি, গোটা ঘটনার কথা জানানো হয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে।

কজওয়ের ওপর বন্যা পরিস্থিতি, ঝুঁকির যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির জেরে জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়ে ডুলুং নদীর জল কজওয়ের ওপর দিয়ে বইতে থাকায় ঝাড়গ্রাম ও জামবনি ব্লকের মধ্যে যোগাযোগের রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে কজওয়ের ওপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিছু যানবাহন ও সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছেন।

ঝাড়গ্রাম থেকে জামবনি হয়ে গিধনি যাওয়ার রাস্তায় চিল্কিগড়ের এই কজওয়েতে একটু ভারী বৃষ্টি হলেই ওপর দিয়ে ডুলুং নদীর জল বইতে থাকে। ফলে ঝাড়গ্রাম ও জামবনি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কজওয়ের উপর বইতে থাকা বন্যায় পারাপার করতে গিয়ে বিগত কয়েক বছরে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নদীর একদিকে জামবনি, বেনাগেড়িয়া, কেন্দুয়া, টুকলিগেড়িয়া, হরিণাগঞ্জ। অপরদিকে চিল্কিগড়, খাসিবাঁধ, গিধনির মতো এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

চিল্কিগড়ে নদীর একদিকে গ্রামীণ হাসপাতাল, রেল স্টেশন, ব্লক অফিস ছাড়াও একাধিক প্রশাসনিক দপ্তর রয়েছে। অপরপ্রান্তে জামবনি থানা। ঝড়গ্রাম থেকে গিধনি, চিচিড়া রুটে বহু বাস ও ট্রেকার এই পথে যাতায়াত করে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের ৩০ কিমি ঘুরপথে পড়িহাটি হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ব্লকের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে নতুন সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন। প্রশাসন কর্ণপাত না করায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

চিল্কিগড় এলাকার বাসিন্দা মানস জানার দাবি, টানা বৃষ্টি হলেই কজওয়ের ওপর দিয়ে জল বইতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে। যে কোনও মুহূর্তে বড় বিপদ ঘটতে পারে। এখানে ওভারব্রিজ হওয়া খুবই দরকার। কিন্তু বাম আমল থেকে আজ পর্যন্ত সেই দাবি পূরণ হল না। ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবাশিস কুণ্ডু বলেন, 'বহুদিন থেকেই চিল্কিগড়ে ডুলুং নদীর ওপর সেতু তৈরির দাবি উঠছে। কিন্তু সেই দাবি পূরণ হয়নি। টানা বৃষ্টি হলেই যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার মানুষ চরম সমস্যায় পড়েন। আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রশাসনের সর্বস্তরে সেতু তৈরির দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু কারও কোনও উদ্যোগ নেই।'

জামবনির বিডিও দেবব্রত জানা বলেন, 'প্রশাসনের তরফে কজওয়ের ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকেও সচেতন করা হচ্ছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির জেরে ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা গ্রামে পুতরঙ্গি খ ালের ওপর থাকা কালভার্টটিও ভেঙে গিয়েছে। যার জেরে ওই এলাকা দিয়েও ঝাড়গ্রাম ও জামবনির যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দা অশোক মাহাত বলেন, 'সাপ ধরার এই কালভার্ট দিয়ে ঝাড়গ্রাম ও জামবনি অল্প সময়ে যাতায়াত করা যায়। তিন বছর আগে কালভার্টটি তৈরি করা হয়েছিল। কালভার্ট ভেঙে যাওয়ায় তিরিশ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

অরেঞ্জ লাইনে বাণিজ্যিক পরিষেবার সময়ের সম্প্রসারণ

অরেঞ্জ লাইনে, ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে কবি সুভাষ-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অংশে বিদ্যমান বাণিজ্যিক পরিষেবার সময় সকাল ০৯.০০টা - বিকাল ০৪.৪০ মিনিট থেকে "সকাল ০৮.০০টা থেকে রাত ০৮.০০টা পর্যন্ত", সোমবার থেকে শুক্রবার সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার ও রবিবার কোনো পরিষেবা থাকবে না।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৫.০৪.২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51900WB2006PTC109073
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৭/৩ শম্ভু নাথ, দাস লেন, এলপি ১০০/৮, সাউথ সিংহি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫০
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশিত অর্ডার তারিখ ১ আগস্ট, ২০২৪ C.P.(IB) No. 48/KB/2024
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৮ জানুয়ারি ২০২৫, (১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নাম :** শ্রী অমিত গুপ্তা **রেজিস্ট্রেশন নং :** IBBI/IPA-001/IP-P00016/2016-17/10040
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** ১০১, কাঁনকিয়া অত্রিয়াম ২, ক্রস রোড এ, চাকালা এমআইডিসি, অন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই - ৪০০০৯৩ **ইমেল আইডি :** caamith.gupta@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** ১০১, কাঁনকিয়া অত্রিয়াম ২, ক্রস রোড এ, চাকালা এমআইডিসি, অন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই - ৪০০০৯৩ **ইমেল আইডি :** cirp.scgexports@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫ আগস্ট ২০২৪ আইআরপি নিয়োগ তারিখ ১ আগস্ট ২০২৪ আইআরপি নিয়োগের তারিখ অর্থাৎ ১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৪ দিন দাবি জমা দেওয়ার জন্য
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	নেই
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ১ আগস্ট ২০২৪।
এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ৩ আগস্ট ২০২৪
স্থান : মুম্বই

স্বা/-
অমিত গুপ্তা
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00016/2016-17/10040

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৮,১৩৭.৪৬	৫,৭৯৩.০২	৭,৫৩৮.৬৬	৩৩,০৪২.৭৬	৮,৪৮৫.৪১	৬,৮৭৫.৩১	৮,৭৬৭.৯০	৩৬,৩২৮.৩০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৭০৭.২৬)	(২,২৫৭.৬৫)	(২২১.৭৯)	(১,৫৮২.৫৮)	(৯৬৫.৫০)	(২,২৩০.৮৮)	(৫০৩.৯০)	(৪,৬০২.৩৩)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৭০৭.২৬)	(২,২৫৭.৬৫)	(২২১.৭৯)	(১,৫৮২.৫৮)	(৯৬৫.৫০)	(২,২৩০.৮৮)	(৫০৩.৯০)	(৪,৬০২.৩৩)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৭২৩.৯৮)	(২,৩০২.৬৮)	(২৪৩.৭৭)	(১,৬৫৩.০১)	(৯৮২.২২)	(২,৪৬৫.৩৫)	(৫২৫.৮৮)	(৪,৮৬২.২০)
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৭৫৫.১১)	(২,৩৮৬.৫২)	(২৮৪.৬৮)	(১,৭৮৪.১৪)	(১,০১৩.৬১)	(২,৬৭৫.৮১)	(৬৬০.৬৬)	(৫,৯৩৩.২৪)
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত রিজার্ভ) বিগত গণনাবর্ষের ব্যালেন্সসিট দর্শিত				২৩,১০০.১৭				১৯,৬১১.০৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার):- মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	(৩.৩৯)	(১০.৭৯)	(১.১৪)	(৭.৭৫)	(৪.৬০)	(১১.৫৫)	(২.৪৬)	(২২.৭৮)

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** -এও পাওয়া যাবে।

২. উপবে

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
মহেশ সোধানি
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
DIN: 02100322

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২ অগস্ট, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২১.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**শেখ সৈফুদ্দিন,** পিতা শেখ মহীউদ্দিন, গ্রাম : মীরপুর, পো : বামুনারি, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৫০। **শাখা :** মোল্লারবার গুমোডাঙা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৩ ছটাক ৪২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৯২, এলআর খতিয়ান নং ১৩১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩২৭, মৌজা : মীরপুরর, জেএল নং ২৪, থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি , রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জনাই, উল্লেখ্য দলিল নং ৭১২৪ -২০২০ সালের, তারিখ ৩০.১২.২০২০, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২৪০৭ থেকে ২৪২৭ সম্পত্তি শেখ সৈফুদ্দিন এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগন নং ৭৯১ সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, **পূর্বে :** দাগ নং ৭৯২ সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ৭৯৩ সম্পত্তি।	**৪,৯৫,৫৪২.০০ টাকা** (চার লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশ বিয়াল্লিশ টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০২.০৮.২০২৪** অনুযায়ী এবং **০৩.০৮.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৬,৭০,০০০ টাকা** (ছয় লাখ সত্তর হাজার টাকা) খ) **৬৭,০০০ টাকা** (সাতষট্টি হাজার টাকা) গ) **১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB7044384575** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**শ্রীমতি প্রিয়া দাস (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী অমিত শর্মা, ফ্ল্যাট নং এ, সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ১২, স্টেশন রোড, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৪৬, এবং **শ্রী অমিত শর্মা (ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্রী যুগল কিশোর শর্মা, ফ্ল্যাট নং এ, সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ১২, স্টেশন রোড, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৪৬। **শাখা : কোন্নগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯৭০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং এ, ৫ম তলে, "সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্টে", অবস্থিত মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, সিএস খতিয়ান নং ১২৩, আরএস দাগ নং ৩১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৯৩, এলআর দাগ নং ৯৬৮, এলআর খতিয়ান নং ২৮১৮, ১২, স্টেশন রোড, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : নবগ্রাম,থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৩৯৫-২০১৯ সালের তারিখ ০১.০২.২০১৯, বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১৫৬০৪ থেকে ১৫৬৪৪, প্রিয়া দাস এবং অমিত শর্মার নামে সম্পত্তি।	**১৮,৪৮,৬৭২.০০ টাকা** (আঠার লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০২.০৮.২০২৪** অনুযায়ী এবং **০৩.০৮.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২০,০০,০০০ টাকা** (কুড়ি লাখ টাকা) খ) **২,০০,০০০ টাকা** (দুই লাখ টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50463739361** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
৩	**শ্রীমতি অনিতা কোলে,** পিতা গোপাল কোলে, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ১০, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪১০। এবং **শ্রী নয়ন কোলে,** পিতা গোপাল কোলে, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ১০, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪১০। **শাখা : তারকেশ্বর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন, অবস্থিত মৌজা : ভাটা, জেএল নং ২১, আরএস দাগ নং ৭২৭, এলআর দাগ নং ৮১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৬৫, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৩৯, বিভাজিত এলআর খতিয়ান নং ১৬৫২, অবস্থিত তারকেশ্বর পুরসভা অধীন, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, দলিল নং ১১৫৪-১৯৯১ সালের, তারিখ ১১.০৩.১৯৯১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল , উল্লেখ্য বুক নং ১, ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা ২৫৩ থেকে ২৫৬, অনিতা কোলের নামে সম্পত্তি।	**৮,৪০,২৬২.০০ টাকা** (আট লাখ চল্লিশ হাজার দুশো বাষট্টি টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০২.০৮.২০২৪** অনুযায়ী এবং **০৩.০৮.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৬,৫০,০০০ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) **২,৬৫,০০০ টাকা** (দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50394657555** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০৮.২০২৪ থেকে ২০.০৮.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২১.০৮.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম -
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ (যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২২০২২০"-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি :
অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মো: ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ১) মোল্লারবার গুমোডাঙ্গা শাখা - ইশিতা মুখার্জি, শাখা প্রবন্ধক (মো: ৯৯০৩৩৫৯০৩১)
২) কোন্নগর শাখা - বিশ্বজিৎ বৈদ্য, শাখা প্রবন্ধক (মো : ৮৪৭৩৮২৯৯৫২), ৩) তারকেশ্বর শাখা - সুভাষ কুমার পাসোয়ান, শাখা প্রবন্ধক (মো : ৯১৪২১৫২৬৬৮)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৩.০৮.২০২৪
স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক pnb punjab national bank

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে উল্লিখিত সারণিতে তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
১	**প্রধান শাখা : তারাতলা (০৫৩৮২০)** **মেসার্স রিঙ্কু এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বা : রিঙ্কু ঝা** ডব্লু : ১৫৭, এস এ ফারুকি রোড, বড়তলা, হাজিরতন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০১৮। **শ্রীমতি শিলা ঝা (জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৩, ৩য় তলা, কিউ৩৪৭/১, ষষ্ঠীতলা লেন, মুদিয়ালি রোড, থানা : মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা : ৭০০০২৪। **এ/সি নং : ০৫৩৮২৫০৩০৭৫৫০** সম্পত্তি আইডি : **PUNBRINKUENTER**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৫৭১ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং ৩, (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) ৩য়তল, চারতলা ভবনে (জি-৩), অবস্থিত কিউ-৩৪৭/১, ষষ্ঠীতলা লেন/ মুদিয়ালি রোড, থানা : মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা : ৭০০০২৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,মৌজা : গার্ডেন রিচ, তৌজি নং : ২০৬, ২১০ এবং ১৫৯, দাগ নং ১১৩, ১১৪, ১১৯, তৌজি নং ৯৮, আরএস খতিয়ান নং ৪৯, থানা - মেটিয়াব্রুজ, ওয়ার্ড নং ১৩৬, ডি আর আলিপুর, এস আর বেহালা।	ক) **১৪.১১.২০১৮** খ) **২৭,১৩,৩৯৩.০০ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ** গ) **১৪.০৭.২০১৯** ঘ) **প্রতীকী দখলীকৃত (ডিএম নির্দেশ গৃহীত)**	ক) **৯,১৯,০০০.০০ টাকা** খ) **৯১,৯০০.০০ টাকা (১৮.০৮.২০২৪)** গ) **০.২৫ লাখ টাকা** ঘ) **ডিলিং অফিসার অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি ৯৬৭৪১৭১৩৮৪**	১৮.০৮.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**

জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'** এবং **'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে'** এবং **'যেমন আছে ভিত্তিতে'**।
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://ebkray.in মাধ্যমে ১৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে।**
৪. **সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ebkray.in এবং www.pnbindia.in।**

তারিখ :০২.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার (০৩৩-৪০২৭৭২১৪/৯৯৯৬০-৬০২৯৩)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

একদিনের বৃষ্টিতে গারুইয়ের জলে রেলপার ভাসায় রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত রেলপার। গারুই নদী উপচে বন্যার অবস্থা উত্তর আসানসোলের রেলপার এলাকায়। গারুই নদী সংস্কার নিয়ে ফের উঠল রাজনৈতিক তরজা।

গত ২৪ ঘণ্টা টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন আসানসোলের রেলপার এলাকা। আসানসোল রেলপার ওকেরোড, চাঁদমারি, মসুদ্দি মহল্লা কেটি রোড সহ টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। গারুই নদীর জল উপচে পড়ে ওকে রোড এলাকায়, অসংখ্য বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। জলমগ্ন হওয়ার ফলে বেশ কয়েকজন বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, গারুই নদীর সংস্কারের দাবিতে কয়েকদিন আগেও প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে প্রাক্তন মেয়র, বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। পুরসভার পক্ষ থেকে শেষ সময় বর্ষার আগে নদী সংস্কার করার

কাজ চলছে বলে জানানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির জেরে গারুই নদী সংলগ্ন বেশ কিছু বাড়িতে জল ঢুকে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার রাতভর বৃষ্টির পরে শুক্রবার সকালে গারুই নদী সংস্কারকে কেন্দ্র করে শুরু হল রাজনৈতিক তরজা। আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, 'রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন আসানসোলের গারুই সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাযায় বাড়িতে জল ঢুকেছে। আমাদের ভলেন্টিয়াররা বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছচ্ছে। আমি প্রথম থেকে এই নদী সংস্কার নিয়ে আওয়াজ তুলছিলাম। গারুই সংস্কার নিয়ে অবহেলায় ভোগান্তির শিকার রেলপার বাসিন্দারা। এবার অন্যায় নয়, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড পাপ করছে।'

জিতেন্দ্র তেওয়ারির দাবি, 'দলমত নির্বিশেষে মানুষের জন্য গাড়ুই নদী নিঃস্বার্থভাবে সংস্কার করার প্রয়োজন।' তবে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক বলেন,' নদী সংস্কারের ফলে এবারে অন্য বছরের তুলনায় জল কিছুটা কম উঠেছে। বিভিন্ন স্কুল ও কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে ক্যাম্প করা হয়েছে। যাদের বাড়িতে জল ঢুকেছে তাদের উদ্ধার করে সেই ক্যাম্পে নিয়ে আসা হচ্ছে।' আসানসোল পুরনিগমের নিয়ামতপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আসানসোল দিলদার নগর এলাকায়ও বেশ কয়েকটি বাড়ি জলমগ্ন হয় বলে খবর।

মাছ ধরতে গিয়ে গলায় কই আটকে মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাছ ধরতে গিয়ে গলায় কই মাছ আটকে মৃত্যু হল মাছ শিকারী এক যুবকের। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের জৌগ্রাম এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সাগর রায়। বয়স ৩৫ বছর। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টির মধ্যে মাছ ধরতে যান সাগর। বৃষ্টির জলে চলাচলের রাস্তার ধারে দু'টি কই মাছ ধরেন। তারপর নজরে আসে আরও একটি কই মাছ। সেই মাছটিকে ধরার জন্য একটি মাছ মুখে রাখে দাঁতে ধরে। আর সে সময় ঘটে বিপত্তি। মাছ পিছলে ঢুকে যায় মুখের ভিতর। শ্বাসনালীতে কই মাছ আটকে মৃত্যু হয় যুবকের। রাস্তার ওপরেই পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ওই যুবক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জৌগ্রামের নুড়ি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তাঁর নিজস্ব বাড়ি হুগলির পাণ্ডুয়াতে বলে এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে।

বৃষ্টিতে ভাঙল বাড়ি, ইসিএলের ভুল পরিকল্পনায় গ্রাম জলমগ্নের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে অবস্থিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ কয়লা খনি ঝাঁঝরা কোলিয়ারি। ঝাঁঝরা কোলিয়ারি থেকে বাঁকোলা পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে রেলের ট্র্যাক। একেবারে ঝাঁঝরা কোলিয়ারি থেকে মালগাড়ির মাধ্যমে কয়লা এসে পৌঁছবে বাঁকোলায় সাইডিংয়ে। রেল ট্র্যাকটি তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের কোচডিহি গ্রামের একেবারে পাশ দিয়েই। আর রেল ট্র্যাক তৈরি হওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে আন্ডারপাস।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাঁরা প্রথম থেকেই এই আন্ডারপাস চাইছিলেন না। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতার রূপক পাঁজার দাবি, আন্ডারপাস করলে সফল হবে না এমনটা বারবার ইসিএল আধিকারিকদের জানানোর পরও গ্রামের শাসকদলের একশ্রেণির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ইসিএল এই প্রকল্পটি শুরু

করেছে। আর তার জেরেই একদিনের বর্ষণে ভেসেছে গ্রাম। কোচডিহি গ্রামে এই প্রথম এভাবে প্লাবন হল বলে দাবি করেন তিনি। বর্ষণের জায়গায় গ্রামের বেশ কয়েকটি কাঁচা মাটির বাড়িও ভেঙে পড়ে। গ্রামেরই বাউরি পাড়ার একটা কাঁচা মাটির রান্নাঘর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েন, সেই মুহূর্তে রান্নাঘরে ছিলেন এক বৃদ্ধা। ওই মহিলা জানান, কোনও ক্রমে তাঁর বাড়ির লোকজন তাঁকে টেনে বের করেন চাপা পড়ে যাওয়া কাঠের কাঠামো ও টিনের চালার ভেতর থেকে। অল্পবিস্তর আহত হন তিনি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এত বড় বিপর্যয়েও পাশে নেই শাসকদল ও প্রশাসনের কেউ। যদিও বেলা একটার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছন শাসকদলের লোকজন। তবে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক প্রশাসনের তরফে কাউকেই বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে দেখতে পাওয়া যায়নি এদিন। ঘটনার খবর পেয়ে ওই ঘটনাস্থলে ইসিএলের কয়েকজন আধিকারিক এলে তাঁদের গাড়ি আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষজন। গ্রামবাসীদের দাবি, ঝাঁঝরা এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার তাঁদের গ্রামে এসে সমস্যার সমাধান করুক। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। পুলিশের সামনে আধিকারিকদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। উত্তেজনা বাড়লে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা ঝাঁঝরা কোলিয়ারির পরিবহণের প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। যার জেরে নাকড়াকোন্দা থেকে ঝাঁঝরা কোলিয়ারি হয়ে বালিজুরি যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে সবজির জমি জলের তলায়, মাথায় হাত চাষিদের

ঘরে এক হাঁটু জল, আতঙ্কে মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে গত দু'রাত টানা বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে একাধিক জায়গা। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যানন্দপুর, রাধামোহনপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির জলে নাকাল সাধারণ মানুষ। এলাকায় এই মুহূর্তে বিঘার পর বিঘা ধান ও সবজির জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় মাথায় হাত কৃষকদের।

যে ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তাঁদের আগামী দিনে সংসার কী ভাবে চলবে, তাই ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে তাঁদের। অন্যদিকে রাস্তার ওপর দিয়ে বিপদসীমার ওপর বইছে বৃষ্টির জল। একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বৃষ্টির পরিমাণ যদি আরও বাড়তে থাকে, তা হলে আরও ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হবে। পটল, ঝিঙে, করোলা, শসা সহ বিভিন্ন সবজির ব্যাপক ক্ষতি হবে বলেই মনে করছেন কৃষকরা। অনেক চাষি মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন। বৃষ্টির কারণে যে ভাবে তাদের ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে আগামী দিনে মহাজনের সেই ঋণ কী ভাবে শোধ করবেন তাই ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে কৃষকদের।

অন্যদিকে, ইন্দাস ব্লকের মঙ্গলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়লা পুকুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে গৃহস্থের বাড়ির ভেতর এক হাঁটু জল। জলে ডুবেছে রান্নাঘর। বাড়িতে রান্না বন্ধ, না খেয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বৃষ্টির জলের ফলে ঘরের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে শব সহ বিভিন্ন বিষাক্ত পোকামাকড়। সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে এলাকার মানুষ। পাশাপাশি দু'টি জায়গাতেই স্থানীয় প্রশাসন অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে। সাধারণ মানুষদের যাতে কোনওরকম সমস্যার সম্মুখীন না হতে না হয়, সে বিষয়ে কড়া নজর রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন।

বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিদ্যালয়, বন্ধ পঠনপাঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন ধরে চলছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে শুরু হয় এক টানা বৃষ্টি। রাতে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে। ফলে এক টানা প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে পানাগড় বাজার হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুক্রবার সকালে স্কুল খুলে শিক্ষিকরা দেখেন, সমস্ত ক্লাসের ভিতরে জল জমে রয়েছে। তার সঙ্গে গোটা বিদ্যালয় জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাপ ব্যাঙ ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ। এই পরিস্থিতিতে সকাল থেকে বন্ধ রাখা হয় পঠনপাঠন।

এদিন সকাল থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকরা বিদ্যালয়ে আসলেও, বিদ্যালয়ে আসেনি কোনও পড়ুয়া। বন্ধ থাকে মিড ডে মিল। এদিন শিক্ষক-শিক্ষিকারাই ঝাঁটা হাতে বিদ্যালয় থেকে জল নিষ্কাশনের কাজে হাত লাগান। বিদ্যালয়ের মধ্যে জল ঢুকে নষ্ট হয় কম্পিউটারের সরঞ্জাম,পড়ুয়াদের বই, পোশাক, মিড ডে মিলের চাল। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকদের অভিযোগ, বিদ্যালয় থেকে যে নালা দিয়ে জল নিষ্কাশন হত, তা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে বিদ্যালয়ের জমা জল নিষ্কাশন হতে পারে না। বিদ্যালয়ের জল নিষ্কাশন না হলে বৃষ্টি কমলেও বিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা আসলে আতঙ্কের মধ্যে তাদের আসতে হবে। তাই প্রশাসন যদি এই বিষয়ে নজর দেয় তবে বিদ্যালয় থেকে জল সমস্যা মিটে যাবে।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন কাঁকসার বিভিন্ন এলাকা। নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ায় বৃষ্টির জল ঢুকে যায় একাধিক বাড়ির মধ্যে। প্রবল বৃষ্টির জেরে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে ভেঙে পড়ে মাটির ঘরের দেওয়াল। এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পুরব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, কাঁকসা পঞ্চায়েতের সময়মতো নিকাশিনালা সাফাই না করার জন্যই মানুষকে জলবন্দি হতে হয়েছে।

একদিনের প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লাপাড়া এলাকা। শুধু এলাকার সাধারণ মানুষ নয়, শুক্রবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের চলে পঠনপাঠন। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে অবিরত টানা বৃষ্টিতে গোটা পানাগড় জলমগ্ন, কাঁকসার মোল্লা পাড়ায় বৃহস্পতিবার বৃষ্টিতে জলস্তর প্রায় তিন থেকে চার ফুট উঠে যায়।যার ফলে সাধারণ মানুষেকে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। একদিকে জল অন্যদিকে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটের ভয়, দুই মিলে জীবনযাপন করছেন মোল্লাপাড়ার বাসিন্দারা।

এলাকার বাসিন্দা শেখ রাজা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ড্রেন পরিষ্কার হয়নি, অন্যদিকে বেশ কিছু ড্রেনকে বুঝিয়ে ফেলা হয়েছে যার ফলে এলাকা জলমগ্ন। পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজ হলেও, শুধু নামমাত্র হয় সেই কাজ হয়। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা তাঁদের এলাকার পঞ্চায়েত উপপ্রধানকে ভোটে জিতিয়েও কোনও উন্নয়ন হয়নি। তাঁরা শুধুমাত্র কাটমানি খেতে ব্যস্ত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিযোগ করেন, বারবার পঞ্চায়েতে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি। প্রতিবছর জলমগ্ন হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়। পাশাপাশি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে স্কুল বিল্ডিং। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ওই অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে পঠনপাঠন চলছে।

যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,পানাগড়ে সব থেকে বড় সমস্যা হল সাধারণ মানুষ নিকাশিনালাকে আস্তাকুঁড়ে মনে করে সেখানেই প্লাস্টিক ফেলে ভরিয়ে রাখে। যার কারণে বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে যায় গোটা এলাকা।অন্যদিকে নিকাশিনালার সমস্যার জন্য পানাগড়ে ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার কাজ চলছে। কিন্তু সেখানেও বাধার সৃষ্টি হতে হচ্ছে। পানগড়ের কাওয়ারি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা রাস্তার ওপরে লোহার সামগ্রী রেখে দিচ্ছেন। যার কারণে নিকাশিনালা তৈরি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পানাগড়ে পুরাতন জাতীয় সড়কের ধারে নিকাশিনালা তৈরির কাজ চলছে ও রেলপারে একটি বড় নিকাশিনালা তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পাশাপাশি মোল্লাপাড়ার যে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়ার ফলে সেটি নিচু হয়ে গিয়েছে, তাই সেটিকে ভেঙে পুনরায় করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, বৃষ্টিতে যাদের মাটির বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, প্রতিটি পঞ্চায়েতে ত্রিপল পাঠানো হয়েছে। আপাতত তারা ত্রিপল নিয়ে যাক। যেহেতু কেন্দ্র থেকে আবাস যোজনার কোনও টাকা দিচ্ছে না তাও ডিসেম্বর মাস থেকে বাংলা আবাস যোজনা চালু হলেই এলাকা পরিদর্শন করে তাদের নাম তুলে দেওয়া হবে, যাতে তারা দ্রুত পাকা বাড়ি পায়।

ভারী বৃষ্টিতে খাল উপচে ভাসল সেতু, বিচ্ছিন্ন গ্রাম

ত্রাণ শিবিরের সঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নামানোর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভারী বৃষ্টিতে খালের জল উপচে ভাসল গ্রামে যাওয়ার রাস্তার ওপর থাকা একমাত্র সেতু। আর সেই সেতু ভেসে যেতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল আস্ত গ্রাম। জল ঢুকতে শুরু করেছে গ্রামে। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ব্রহ্মডাঙা গ্রামের। পরিস্থিতি এমন চলতে থাকলে গ্রামে ত্রাণ শিবির খোলার পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে স্থানীয় কোতুলপুর ব্লক প্রশাসনের।

বাঁকুড়া জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে মোট ৯৮ মিলিমিটার। কম সময়ে এত ভারী বৃষ্টিতে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সবথেকে খারাপ অবস্থা ওই ব্লকের ব্রহ্মডাঙা গ্রামের। ব্রহ্মডাঙা খালের জল উপচে ইতিমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে গ্রামে যাওয়ার একমাত্র রাস্তার ওপর থাকা বালিঠা সেতু। শুক্রবার সকাল থেকে জল ঢুকতে শুরু করে গ্রামেও। জলমগ্ন হয়ে পড়ে গ্রামের বেশ কিছু বাড়িও। আর তার জেরে কার্যত চূড়ান্ত আশঙ্কার মধ্যে এখন দিন কাটাচ্ছেন ওই গ্রামের মানুষজন। গ্রামের অবস্থার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে প্রশাসন।

স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের দাবি, ব্রহ্মডাঙার পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে সেখানে ত্রাণ শিবির খোলা হবে। নামানো হতে পারে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে নিম্নেউল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্তদের কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন ১৩(৪) ধারা অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী শম্ভু শাউ এবং শ্রীমতি পুষ্পা শাউ, ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১/৪, ৩য় তল, ইছামতী অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০০৮৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১/৪, ৩য় তলে, (পূর্বদিকে) ইছামতী ভবনে, ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক ২২ বর্গফুট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, দাগ নং ৭৫৩, খতিয়ান নং ৫৯৬, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, থানা: সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : গড়িয়া স্টেশন রোড, দক্ষিণে : দাগ নং ৭৫১, পূর্বে : দাগ নং ৭৫৩, পশ্চিমে : দাগ নং ৭৪৯। **স্বত্বাধিকারী (গণ) : ১. শম্ভু শাউ** পিতা মনোহর লাল শাউ, **২. পুষ্পা শাউ,** স্বামী শম্ভু শাউ। দলিল নং : ৩৯৯৬-২০০৬, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩৫, পৃষ্ঠা ২০০৭-২০৩৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সোনারপুর, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	১. ০৭.০৫.২০২৪ ২. ৩০.০৭.২০২৪ ৩. **২৭,১৮,৭৬২.০০ টাকা** (সাতাশ লাখ আঠার হাজার সাতশ বাষট্টি টাকা) টাকা ০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ৩০.০৭.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই-এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

ইন্ডিয়ান বৈঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV { রুল ৮(১) }
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ : ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম/অ্যাকাউন্ট নং	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আরকেটি ব্রিকস ফিল্ড (স্বত্বা : শ্রীমতি অনুরাধা তিওয়ারি),** রেজিস্টার্ড অফিস : ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন : ৭১১১০২, ফ্যাক্টরি: গোইয়া মৌজা, পোলবা, দাদপুর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১২৩০৫। **শ্রীমতি অনুরাধা তিওয়ারি,** স্বামী প্রয়াত সঞ্জয় তিওয়ারি, **স্বত্বা : মেসার্স :আরকেটি ব্রিকস ফিল্ড,** ফ্ল্যাট নং ১০৬, দোতলা,ব্লক বি,রবীন্দ্রনগর কমপ্লেক্স, প্রেমিসেস নং ৮৮, কলেজ রোড,ওয়ার্ড নং ৩৯, হাওড়া পুরসভা অধীন, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, আরও ঠিকানা : ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী অনিশ তিওয়ারি** পিতা প্রয়াত সঞ্জয় তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী ধনঞ্জয় তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত কমলেশ তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী পবন তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত কমলেশ তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রীমতি ইন্দুবালা তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত কমলেশ তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী অজয় তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত আর পি তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী আমন তিওয়ারি,** পিতা প্রয়াত সঞ্জয় তিওয়ারি, ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **শ্রী প্রবীন তিওয়ারি,** ২৮, পিটিআর সাইডিং, কোল ডিপো, শালিমার, শিবপুর, পিন :৭১১১০২। **অ্যাকাউন্ট নং : ৬৪৮৭০১৪২৪৪ (সিসি) ৬৪৯৮৭৪১৭৭৬ (টিএল)** **শাখা :** রাসেল স্ট্রিট	ক) **১৩.০৫.২০২৪** খ) **০৩.০৮.২০২৪** গ) **৯২,০২,৮৬৩.১৯ টাকা** (বিরানব্বই লাখ দুই হাজার আটশ তেষট্টি টাকা এবং উনিশ পয়সা)	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৬ দোতলায় পরিমাণ আনুমানিক ৮৮৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ মোজাইক মেঝে, ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ লিভিং রুম, বসবাসের স্পেস একতলায় ডাইনিং হল ব্লক বি, রবীন্দ্রনগর কমপ্লেক্স নির্মিত জমির মোকারারি এবং মৌরারি অধিকার সব পরিমাণ এরিয়া ৯৮ কাঠা ৮ ছটাক ১৭ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত ৮৮ , কলেজ রোড, এইচ এম সি ওয়ার্ড নং ৩৯, এবং আরএস দাগ নং ৭০, ৭২, ৭৩, ৬৯, ৬৯/১৩৭, ৬৮, ৭১, ৭২, ৬৩/১৮১, আরএস খতিয়ান নং ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ২০০, ২০১, ৫৭, ৫৮, ১৮৫, ১৮৬, মৌজা : শিবপুর, জেএল নং ১, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এসই রেলওয়ের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ক্যালকাটা বিল্ডার্স এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** ব্রিটিশ পেইন্ট এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** কলেজ রোড। **সম্পত্তি নং ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং শেড (ইউনিট) পরিমাণ ১০ কাঠা ১ ছটাক ২০ বর্গফুট, জেএল নং ২৮, দাগ নং ২৪৩ (অংশ) এবং ২৪৫ (অংশ), খতিয়ান নং ১৫৪ এবং ৪৪৭, মৌজা : জঙ্গলপুর, আন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সাঁকরাইল, এডিএসআর রানিহাটি, জেলা : হওড়া ৭১১৩০২, স্বত্বাধিকারী প্রয়াত রাজেন্দ্র প্রসাদ তিওয়ারি, পিতা প্রয়াত ব্রহ্মদেও তিওয়ারি, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ২৪৩, **দক্ষিণে :** ৩০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** এন এইচ ৬, **পশ্চিমে :** দাগ নং ২৩৭।

তারিখ : ০৩.০৮.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-অকশনের তারিখ : ২০.০৮.২০২৪

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক punjab national bank

জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩২১৬, ই-মেইল: zs8344@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না টাকা জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির তফসিল

লট নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক/গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত মুল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণ
১.	**পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর শাখা [০৩০৪১০], দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান (পঃবঃ)-৭১৩২১৩** **মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ** রুম নং ১৫, মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, ১, আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১ **শ্রী সমীর মুখার্জি, (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত সুরেশ মুখোপাধ্যায়, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **শ্রীমতী সুচেত্রা মুখার্জি (জামিনদার)** শ্রী সমীর মুখার্জীর স্ত্র, নবপল্লী, সার্কুলার রোড বারাসাত কলকাতা ৭০০১২৬ **মিস সুনন্দা মুখার্জি (জামিনদার)** পিতা- শ্রী সমীর মুখার্জি, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **শ্রী গৌতম চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোটবাজার, পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ ,জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রী স্বরূপ চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোট বাজার পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রী নেপাল চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত ভোলানাথ চ্যাটার্জি, গোপাল মঠ, থানা- দুর্গাপুর-৭১৩২০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান	মৌজা আঙ্গদপুরে অবস্থিত কারখানার জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ৮৯, থানা- দুর্গাপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, এডিডিএ (রাতুরিয়া) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ১৯৯৫ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ৪৬৮৩ এর আওতায়, সিএস প্লট নম্বর (সম্পূর্ণ) ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২ থেকে ৩৫৪, ৩৫৭,৩৫৯,৩৬৬ এবং সিএস প্লট নম্বর (অংশ) ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৬৯, ৬৯৫, ৭০৪, ৭০৫, ৭১৭, ৭০৫/১৩৯, ৩৬৫/৪৮৪ খতিয়ান নং ১১১, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৮৮২, ৫৬৯, ৩৫৭, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৬৫, ৭৭৭, ১৩৭, ৭৫৩, ১৯৮, ১৩২, ৭৫৪, ৪১৩, ৭৬০, ৭৬৬, ৭৮০, ৭০৬, ৮২, ১৩২, ৪৩৫, ২৯৫, ৮১, ৮৭, ৭০১, ৭৫৭, ১৮, ২৭৯, ৫৭৫, ৫৭৮, ১৫৫, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৩৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৩৩, ৬০, ৭৫৫, ১১২, ৭৭৮, ৬৩ জমির এলাকা ৯.৮৯ একর এবং ২০০৩ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ২১৯৯, সিএস প্লট নং ২৮৫(পি), ২৮৭(এফ), ২৮৮(এফ), ২৮৯(এফ), ২৯০(পি), ২৯১(পি), ২৯২(পি), ২৯৩(এফ), ৩২২(পি), ৩২৩(পি), ৩২৮(পি) এবং ৩২৯(পি), খতিয়ান নং ৩৯৭, ২৬৮, ৩৪৭, ২১৯, ৪০৭, ৪৫৮, ৯৯, ৪৮৮, ৪৮৭, ১০৯, ১৫৬, ৩৭৮, ২২০, ৪৮০, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩৮, ৬ এলাকা ৪.০০ একর মোট জমির এলাকা ১৩.৮৯ একর যার মধ্যে **২০০৬ সালের আত্মসমর্পণ দলিল নং ৩৭১৮** অনুসারে, জমির এলাকা ৪.০০ একর সমর্পণ করা হয়েছে সেজন্য এখন **এলাকা ৯.৮৯ একর** যা শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ এর নামে উপরোক্ত উভয় দলিল সমন্বিত।	ক) **০৬.০৯.২০২২ এবং আইওবি দ্বারা ১৩.০১.২০১৫** খ) **পিএনবি - ১২৪,১০,৩১,৫০০.৩৬ টাকা** (একশো চব্বিশ কোটি দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৭.২০২২ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং **আইওবি, দুর্গাপুর শাখা ২০,৭৮,৫৭,৭৮৯.৪৪ টাকা** সহ ০১.০১.২০১৫ থেকে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি গ) **২৩.১১.২০২২** ঘ) দখল - **বাস্তবিক**	ক) ৭৪৭.৫২ লক্ষ টাকা খ) ৭৫.০০ লক্ষ টাকা গ) ১০০০০০০.০০ টাকা	ক) ২০.০৮.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা খ) বর্তমানে ব্যাংকের অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট : **https://ebkray.in** -তে **২০.০৮.২০২৪ তারিখ @ সকাল ১১.০০টা।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** এবং **www.pnbindia.in**
৫) **বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, সুধী রঞ্জন পাত্র (সিএম) মোঃ- ৯৪৭৫১৪৫৬৫০** -এর সঙ্গে

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

(সুধী রঞ্জন পাত্র)
অনুমোদিত অফিসার
অনুমোদিত অফিসার, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পারুই থানার গড়গড়িয়ায় পরিপূর্ণ জলে ডুবেছে তালগাছ।

সিউড়িতে মাঠের মধ্যেই পোলুই দিয়ে মাছ ধরতে ব্যস্ত কচিকাচারা।

সিউড়িতে একটি বেসরকারি নার্সিংহোম বৃষ্টির জলে জলমগ্ন এলাকা জলমুক্ত করতে বসেছে পাম্প

বোলপুর সিউড়ি রাস্তায় উঠে এসেছে কই মাছ।

দেবগ্রামে জালি আর খালুই নিয়ে পুকুর সংলগ্ন মাঠেই মাছ ধরতে ব্যস্ত গ্রামীণ মহিলারা।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন প্লাবিত এলাকা, ভোগান্তির শিকার আরামবাগবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: টানা বৃষ্টির জেরে আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি এলাকা প্লাবিত। গোঘাটের কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার জমি আপাতত জলমগ্ন। তার পাশাপাশি আরামবাগ গড়বেতা-বদনগঞ্জ প্রধান রাস্তায় জলস্রোত। গোঘাটের সাতবেড়িয়াতে জল উঠেছে। জল উপচে রাস্তার ওপরেই স্রোত বইছে। আর তার মধ্যেই বাধ্য হয়ে নিত্য যাতায়াতকারী মানুষজন, ছাত্রছাত্রীদের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হচ্ছে। যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ আছে।

অন্যদিকে কামারপুকুর ও জয়রামবাটির মধ্যবর্তী চেকপোস্ট হলদি এলাকায় রাস্তার ওপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কামারপুকুর ও জয়রামবাটির মধ্যে। এই রুটেই বাস চলাচল বন্ধ আপাতত। তবে বৃষ্টি বাড়লে আরও বিপদ বাড়বে বলেই আশঙ্কা স্থানীয় মানুষজনের। যদিও আগাম সতর্ক করতে এই রুটে গোঘাট থানার পুলিশ ব্যারিকেড করে আটকে দিয়েছে। বিপদ যাতে না বাড়ে তাই সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। কারণ এর আগে এই এলাকাতেই জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। তাই আগাম এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

অপরদিকে জলের তোড়ে ভেঙে যায় খানাকুলের গড়েরঘাটের জগৎপুর এলাকার বাঁশের সেতু। এটি গড়েরঘাট এলাকার জগৎপুর ও মেদিনীপুরের ঘাটালের মধ্যে সংযোগকারী প্রধান সেতু ছিল। দুই জেলার মানুষের কাছেই এই সেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি ভেঙে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে ওই এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। বর্তমানে প্রশাসন খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা করেছে। ওই এলাকার বাসিন্দা রমেশ দোলুইয়ের দাবি, জল বাড়লেই প্রায় প্রতি বছরই ভেঙে যায় এই বাঁশের সেতু। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাকা ব্রিজ হল না। বাঁশের সাঁকো ভেঙে যাওয়ার ফলে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে নিত্য যাত্রীদের।

শুকনো খাবার বিলি মতুয়া মহাসংঘের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়াল সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ। এদিন গুসকরা শহরের ১৫০টি পরিবারের হাতে শুকনো খবর তুলে দিল তারা। এদিন বন্যা কবলিত মানুষদের মুড়ি, গুড়, দুধ, বিস্কুট তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন পূর্ব বর্ধমান সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের জেলা সম্পাদক সুপ্রভাত গাইন।

তিনি জানান, হঠাৎ বৃষ্টিতে তাঁদের শহরের মানুষজন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একটু শুকনো খাবার তুলে দিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়। তাঁরা বন্যা কবলিত মানুষদের পাশে আছেন। সবরকম ভাবে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বার্জের ধাক্কায় মাঝ ভুটভুটি উলটে নিখোঁজ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: বার্জের ধাক্কায় মাঝ নদীতে ভুটভুটি উলটে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হলেন এক মৎস্যজীবী। পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ মৎস্যজীবী বছর তিরিশের প্রভাকর ধাড়া স্থানীয় নুরপুর এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়চকের কাছে হুগলি নদীতে।

দুর্ঘটনার পরই ভুটভুটিতে থাকা আর এক মৎস্যজীবী সুদীপ দলুইকে উদ্ধার করেছে আশপাশে মাছ ধরতে থাকা অন্যান্য ভুটভুটির মৎস্যজীবীরা। বার্জটি খিদিরপুর থেকে নামখানার দিকে যাচ্ছিল। ঘটনার পর বার্জটি নামখানার দিকে চলে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বার্জটি বাংলাদেশি কি না খতিয়ে দেখার পাশাপাশি খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সঙ্গে নিয়ে রামনগর থানার পক্ষ থেকে লঞ্চে করে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে নদীতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুন কুমার দে বলেন, 'নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে হুগলি নদীতে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। পাশাপাশি বার্জটিকেও আটক করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ প্রতিবেশী সুদীপকে সঙ্গে নিয়ে ছোট ভুটভুটিতে করে হুগলি নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন প্রভাকর। উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবী সুদীপ দলুই বলেন, 'আমরা যখন নদীতে জাল টানছিলাম, সেই সময় বার্জটি আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। প্রথমে গামছা উড়িয়ে সিগন্যাল দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও ভ্রুক্ষেপ না করে বার্জ নৌকোয় ধাক্কা দেয়। আমরা দু'জনেও নদীতে ঝাঁপ দিই। আমি কোনও ক্রমে পাড়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছি। কিন্তু প্রভাকরের এখনও কোনও খোঁজ নেই। দুই বন্ধু একসঙ্গে মাছ ধরতে যাই। ওঁকে যে এভাবে হারিয়ে ফেলব ভাবিনি।'

আচমকা দুর্ঘটনায় প্রভাকরের নিখোঁজের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন পরিবারের লোকজনেরা। নদীর পাড়ে ভিড় জমান আত্মীয় পরিজন এবং প্রতিবেশীরা। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর আত্মীয় বিশ্বজিৎ ধাড়া বলেন, 'স্ত্রী ও আড়াই মাসের কন্যাকে নিয়ে প্রভাকরের সংসার। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন। ওঁরই রোজগারের ওপর গোটা পরিবার চলত। কিন্তু ওঁর মতো তরতাজা যুবক এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।'

লাগাতার বৃষ্টির জেরে মালদার অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লাগাতার বৃষ্টির জেরে মালদা শহরের অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ল। শুক্রবার সকাল থেকেই একটানা বৃষ্টির জেরে অনেক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরোতে পারেননি। এমনকি এদিন অনেক দোকানপাটও বৃষ্টির জেরে ছিল বন্ধ। মালদা শহরের অনেক ওয়ার্ডে জল জমতে দেখা যায়। এমনকি ইংরেজবাজার পুরসভার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি এলাকার বাসিন্দারাও নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কোথাও হাতে জুতো নিয়ে, আবার কোথাও স্থানীয় বাসিন্দাদের হাফপ্যান্ট পড়েই এদিন কোনও রকমে জলবন্দি রাস্তা দিয়ে চলাচল করেছেন। যদিও শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডে নিকাশি ব্যবস্থা সচল থাকার কারণেই নিম্নচাপের জেরে তৈরি হওয়া বৃষ্টি কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, এমনটাই দাবি ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত প্রবল নিম্নচাপের জেরে আগামী পাঁচদিন মেঘলা আবহাওয়া এবং বৃষ্টির প্রভাব থাকবে। তবে মালদায় শুক্রবার প্রায় ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। মালদা জেলা আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস জানিয়েছেন, গাঙ্গেয় উপত্যকায় নিম্নচাপের জেরে এই ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া আগামী পাঁচদিন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তার সঙ্গেও হালকা মাঝারি বৃষ্টিরও প্রভাব থাকবে।

এদিকে ইংরেজবাজার শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি, দেশবন্ধু পাড়া, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চপল্লি, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাপুজি কলোনি, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিনয় সরকার রোড, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মিরচক, রামকৃষ্ণপল্লি সহ একাধিক এলাকায় একটানা বৃষ্টির জেরে জল উপচে পড়ে রাস্তায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, নিয়মিত নিকাশিনালা পরিষ্কার না হওয়ার কারণে বৃষ্টির জমা জল বেরোতে পারছে না। ফলে শুক্রবার থেকে যে ভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাতে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে গোটা এলাকা। এমনকি অনেক এলাকার বাড়িতেও জল ঢুকে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন এলাকার নাগরিকরা।

ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমলা আগারওয়াল জানিয়েছেন, বর্ষার আগে থেকেই শহরের বিভিন্ন হাইড্রেনগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিকাশি ব্যবস্থারও সংস্কার হয়েছে। ফলে এবছর আর বর্ষার মরশুমে তুলনামূলক জলজমার কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। তবে কোথাও আংশিক ভাবে জল জমে থাকলে পরবর্তীতে তা

গুলিবিদ্ধ যুবক, আটক এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের হীরাপুর থানার অন্তর্গত ধ্রুবডাঙা এলাকায় বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হলেন বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম আদিত্য মণ্ডল। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে ওই যুবককে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

আদিত্য মণ্ডলের বন্ধুরা দাবি করেন, বৃহস্পতিবার রাতে ধ্রুবডাঙা সেবা সমিতির সামনে কয়েকজন বন্ধু মিলে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে বেটলি নামে এক যুবকের হাতে একটি বন্দুক ছিল এবং সেই বন্দুক টানাটানি করে দেখ ছিলেন আনমোল নামে আর এক যুবক। যার কারণে বন্দুক থেকে কোনও ভাবে গুলি বেরিয়ে যায়। সেইগুলি আদিত্য মণ্ডলের চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয় এবং তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁকে বর্ধমানে স্থানান্তরিত করা হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতার প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ডেঙ্গু প্রতিরোধে বাড়তি সতর্কতা বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে গাপ্পি মাছ ছাড়া হল পুর এলাকার জলাশয় ও ড্রেনে। বনগাঁ পুর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় জল জমেছে। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের নেতৃত্বে ডেঙ্গু সচেতনতার প্রচার করা হয়। বাড়িতে জল জমতে দেবেন না। এলাকা পরিষ্কার রাখুন। এমনই সচেতনতামূলক প্রচার করেন তিনি এবং পুর এলাকার বিভিন্ন জলাশয় ও ড্রেন ডেঙ্গু লার্ভা নিধনের জন্য গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। এই বিষয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো ডেঙ্গু প্রতিরোধে বনগাঁ পুরসভা কাজ করছে। আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে বাড়তি সতর্কতা নিয়েছি।'

'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'

প্রবল বর্ষণে শুকো বাঁধ ভাঙায় মাছ ধরায় ব্যস্ত শতাধিক মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: কথায় বলে, 'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ'। একদিকে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা, অন্যদিকে, বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় আনন্দে মাছ ধরতে ব্যস্ত প্রায় শতাধিক মানুষ। প্রবল বর্ষণে শুকো বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বিশাল জলরাশির সঙ্গে বেরচ্ছে প্রচুর মাছ। শতাধিক মানুষ মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন ভাঙা পাড়ের জলোচ্ছ্বাসে। একেবারে জাল নিয়ে মাছ ধরতে ব্যস্ত বেশ কিছু মানুষ। অথচ এই শুকো বাঁধের জলে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত আমলৌকা, বাঙুরি ও তামলা গ্রামের মানুষজন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে টানা বৃষ্টি। রাতভর একনাগাড়ে বৃষ্টির কারণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে অণ্ডাল ও দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু রাস্তা। অণ্ডাল পোস্ট অফিস মোড়ে রেলের সাবওয়েতে উপচে পড়ছে জল। ফলে সাবওয়ে দিয়ে যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে দীর্ঘ নালা, অণ্ডাল সাউথ বাজার ও নর্থ বাজারের সঙ্গে অণ্ডাল রেল স্টেশন, রামপ্রসাদপুর শ্রীরামপুর, মদনপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাতভর টানা বর্ষণ ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে ভেঙে পড়েছে উখড়া শুকো বাঁধের পাড়। বাঁধ ভাঙার কারণে পার্শ্ববর্তী আমলৌকা, বাঙ্গুরি, তামলা গ্রাম ভাসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

রাতভর টানা প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন অণ্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। টুমনি নদীর জল বিপদ সীমার ওপর বয়ে যাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে পাণ্ডবেশ্বর থেকে গৌরবাজার, বৈদ্যনাথপুর থেকে বাসুদেবপুর যাওয়ার রাস্তা।

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 07/BANNYESWAR GP/2024-25, DATE:-02.08.2024
The last date for online submission of all tender is **10.08.2024 up to 14:00 hours**
For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.
Sd/-Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

E-Tender Notice
E-Tender is being invited for the Civil Works, detail of which is available on: http://wbtenders.gov.in. Tender **Ref. No-03/ R-II GP/ 2024-25.** Bid submission date from **03-08-2024 (18.00 hours) up to 12-08-2024 (11.00 hours)**. Technical Bid open date is **14-08-2024 (12.00 hours).**
GP- Radharghat-II, Block-Berhamore Dev. Block, Dist-Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Radharghat-II G.P.

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 432/BGP/2024, 433/BGP/2024 & 434/BGP/2024, Date: 02.08.2024. Fund: 15TH SFC + 15TH FC.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **09.08.24 up to 03.00 PM.** Date of Opening of Tender : **12.08.2024 at 10.30 AM.** For details visit undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
Pathrprtima Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Banashyamnagar Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction **of 243, 244, 245, 246, 247, 248/XVFC-TIED/BNGP/2024 @ 201139.00/- 6 Nos 15CFCG/UNTIED. 4 Nos C.C Road NIT NO- 249,250,251,252 15th CFCG/ UNTIED/BNGP/2024.@292705.00/- @293452.00/-, NIT dated 01/08/2024.** The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 2nd, 2024 to 10:00 AM** of 11th August. 2024 For details please visit to wbtenders.gov.in.
Sd/-, Pradhan,
Banashyamnagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT
KANDI DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
NIET No.04/MHND-IIGP/2024-25 Dated: 02/08/2024
Last date of Dropping: - **07/08/2024 (up to 6.00 pm)**
Date of Opening: - **09/08/2024 (at 6.00 pm)**
Details of tender are available at wbtender.govt.in and office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Mahalandi - II GP
Jibanti, Kandi, Murshidabad

G-PLOT GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Pathrprtima Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT
On behalf of G-Plot Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for **4 nos community Latrine and one nospcc road and tube well different material vide NIT No. 244, 245, 246, dated 02/08/2024 within the GP area. The Estimated Costexcluding GST & L.Cessare Rs.640159/-425697/-425697/-411066/- 495026/-298600/-** respectively. The period of bid submission is **10 AM of 2th August to 2 PM of 10th August 2024.** Tender opening 13/08/2024
Sd/- Pradhan,
G-Plot Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO. – UKM/007/WW/2024 – 2025, DATED – 03.08.2024
1. Lifting & lowering 2 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses 2. Rewinding & Repairing 2 number 20 H.P. Pump motor Set. 3. Supplying and Installation Water Level Indicator. Quotation Submission closing Date – 12.08.2024 at 1.00 p.m.
N.I.Q. NO. – UKM/008/WW/2024 – 2025, DATED – 03.08.2024
1. Rate Quotation for Pipe Line Materials. Quotation Submission closing Date – 13.08.2024 at 3.00pm
N.I.Q. NO. – UKM/009/WW/2024 – 2025, DATED – 03.08.2024
1. Rate Quotation for Hand Tube Well Materials. Quotation Submission closing Date – 13.08.2024 at 3.00pm. For More Details – Visit www.uttarparamunicipality.in
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

OFFICE OF THE NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-04/2024-2025 Dated: 01.08.2024.** The last date for online submission of tender is **09.08.2024 UPTO 14.00.** For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি **বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র. নং ১; **টেন্ডার নং টি-পিইউবি- জিআরসি-২০২৪-৩৮৭ তারিখ ৩১.০৭.২০২৪, কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএম/সেটেলমেন্ট/জিআরসি-র অধীনে ইএনটি এবং আই ওপিডি উইং-এর সম্প্রসারণ সহ, সেন্ট্রাল হসপিটাল, গার্ডেনরীচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের উন্নয়নমূলক কাজ (সেন্ট্রাল হসপিটাল/জিআরসি-র স্পেশালিটি ক্লিনিক বিল্ডিং-এর ৩য় তলের সম্প্রসারণ)। **টেন্ডার মূল্য (টাকায়) ঃ** ১,২০,০২,৯৭৫.৬৬/-। **বায়না অর্থ (টাকায়) ঃ** ২,১০,০০০/-; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০। **খোলার তারিখঃ** ২৮.০৮.২০২৪। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার কর্মসূচিতে কোনো পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন যদি হয় তাহলে তা কেবলমাত্র ই-টেন্ডার পোর্টালে উত্তোলিত হবে এবং সেটি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov in** দেখতে পারেন। হেল্প ডেস্ক-এর যোগাযোগ নং, ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩। **(PR-442)**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 64 to 75, 39(2nd Call) & 40 (2nd Call)/ 2024-25. Dated-02-08-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Dakshin Dinajpur, Coochbehar, Paschim Midinipur, North 24 PGS, Nadia, Purulia and Purba Medinipur District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **03-08-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **09-08-2024 & 16-08-2024 upto 3.00 pm**
Date: 02.08.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 419/BGP/2024, 420/BGP/2024, 421/BGP/2024, 422/BGP/2024, 423/BGP/2024, 424/BGP/2024, 425/BGP/2024, 426/BGP/2024 & 427/BGP/2024, Date: 31.07.2024. Fund: 15TH FC + SBM.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **09.08.24 up to 03.00 PM.** Date of Opening of Tender : **12.08.2024 at 10.30 AM.** For details visit undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ডেপুটি সিএমই/পিওএইচ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পিওএইচ ও টিএক্সআর-এ ৯টি পিটের সবকটিতে কাজের সুযোগসুবিধা। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** ৭,৫৫,২০০.০০ টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ১৫,১০০.০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৮.২০২৪ দুপুর ২.০০টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ** চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস-এর অফিস, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯০। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** https://www.ireps.gov.in.
টেন্ডার নংঃ এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৬৫
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/159/24-25 Dated 02.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, South Kumrakhali Milan Sangha Play Ground at Ward Number 27 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/160/24-25 Dated 02.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Kamalgazi Masjid near F.P. School, at Ward Number 27 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/161/24-25 Dated 02.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Kamalgazi Near Chamber of Dr. Mohit Hossain, at Ward Number 27 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/162/24-25 Dated 02.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Ukhila Laskarpara Near House of Haider Laskar, at Ward Number 27, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/163/24-25 Dated 02.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP at Uttar Kumrakhali Haldarpara Masjid, at Ward Number 27, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/164/24-25 Dated 02.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Eden Astro Park, Sahupara, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: 10.08.2024 at 11-00 hrs.
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for 156 nos. leach pit (vide NIT NO.04, sl no 1 to 42). The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess is **Rs. 99976.00, 74982.00, 49988.00, 24994.00** respectively. The last bid submission date is **06/08/2024 till 02:00 pm.** Visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

MURIGANGA-I GRAM PANCHAYAT
Pakhirala, Sagar, South 24 Parganas
ABRIDGED eNIT
On behalf of Muriganga-I Gram Panchayat of Sagar Block under South 24 Parganas Dist. invites bids for 2 Nos. Tube well, 1 no Road, 1 no Shed,1 no High Drain (Vide NIT No. 192-196) within the GP area. Scheme wise separate bid is invited. The last date of submission of online Bid is **06/08/2024 upto 3 P.M.** For details please visit to www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Muriganga-I Gram Panchayat

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 55, KOLKATA, SATURDAY
3 AUGUST 2024, PAGE 8

কলকাতা ৩ অগস্ট ২০২৪

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম এক দিনের ম্যাচ টাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়ের জন্য লক্ষ্য ছিল মাত্র ২৩১ রান। ভাঙাচোরা শ্রীলঙ্কা দলের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ারের ভারতের অনায়াসে জেতার কথা ছিল। তা হল না। শুক্রবার কলম্বোয় প্রথম এক দিনের ম্যাচ টাই হয়ে গেল। শেষ দিকে মাথা ঠান্ডা রাখতে না পেরে উইকেট ছুড়ে দিলেন শিবম দুবে এবং আরশদীপ সিংহ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর প্রথম বার নেমে বড় রান পেলেন না বিরাট কোহলি। রোহিত অবশ্য অর্ধশতরান করেছেন।

টসে জিতে আগে ব্যাটিং নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু বড় জুটি কখনও তৈরি করতে পারেনি। তৃতীয় ওভারেই ওপেনার আবিষ্কা ফের্নান্ডোকে (১) ফেরান আরশদীপ। প্রায় দশ ওভার টিকে থাকার পর শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় উইকেট পড়ে। এ বার কুশল মেন্ডিসকে (১৪) ফেরান শিবম। রান পাননি সাদিরা সমরবিক্রমও (৮)। তবে ওপেনার পাথুম নিসঙ্ক (৫৬) অর্ধশতরান করেন। তবুও শ্রীলঙ্কার রান ২০০ পেরোবে মনে হচ্ছিল না।

শেষ দিকে নেমে চালিয়ে খেলেন দুনিত ওয়েল্লালাগে। সাতটি চার এবং দু'টি ছয়ের সাহায্যে ৬৫ বলে ৬৭ রান করেন তিনি। সঙ্গে পান ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গকেও (২৪)। শেষ পর্যন্ত আট উইকেটে ২৩০ রানে থামে শ্রীলঙ্কা।

ভারতের শুরুটা ভালই হয়েছিল। প্রথম উইকেটেই উঠে যায় ৭৫ রান। শুভমন গিল ১৬ রান করে আউট হন। গত বছরের এক দিনের বিশ্বকাপের মতোই রোহিত শুরু করেছিলেন আগ্রাসী ভঙ্গিতে। শ্রীলঙ্কার কোনও বোলারকেই রেয়াত করছিলেন না। কোহলি সেখানে একটু ধরে খেলার দিকেই নজর দেন। মনোযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। তবে বেশি ক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। হাসরঙ্গের বলে ২৪ রানেই ফিরে যান।

শ্রেয়সের বদলে ওয়াশিংটন সুন্দরকে চারে তুলে এনে ফাটকা খেলার চেষ্টা করেছিলেন গৌতম গম্ভীর। তা কাজে লাগেনি। ৪ বলে ৫ রান করে ফেলেন ওয়াশিংটন। পাঁচ নম্বরে নেমে শ্রেয়সও কাজের কাজ করতে পারেননি। ২৩ রান করে ফেরেন। ১৩২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপেই পড়েছিল ভারত।

সেখান থেকে খেলা ঘোরানোর চেষ্টা করতে থাকেন কেএল রাহুল এবং অক্ষর পটেল। লক্ষ্য বেশি না থাকায় ধরে খেলার দিকে নজর দেন দু'জনে। ৫৭ রানের জুটি গড়েন দু'জনে। রাহুল (৩১) এবং অক্ষর (৩৩) আউট হওয়ার পরেও মনে হচ্ছিল ভারত জিততে পারে। কারণ তখনও ছিলেন শিবম। শেষ দিকে রানের গতি বাড়িয়ে ম্যাচ ভারতের নিয়ন্ত্রণে এনেই ফেলেছিলেন। কিন্তু নিজের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। হাতে ১৮ বল থাকা সত্ত্বেও অকারণে মারতে গিয়ে আউট হন। আরও খারাপ খেলেন আরশদীপ সিংহ। মাত্র এক রান দরকার ছিল ভারতের জিততে। প্রথম বলেই হাঁটু মুড়ে বসে হাসরঙ্গকে চালাতে গেলেন। ব্যাটে-বলে হল না। ডিআরএস নেওয়ার পর এলবিডব্লিউ হলেন আরশদীপ।

৫২ বছর পর অলিম্পিক হকিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক হকিতে বড় জয় পেল ভারতীয় দল। ৫২ বছর পর অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারত। শুক্রবার পুলের শেষ ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে জিতলেন হরমনপ্রীত সিংহেরা। আগেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গিয়েছে গত টোকিয়ো অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ীরা।

বৃহস্পতিবার বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ভাল খেলেও জিততে পারেননি হরমনপ্রীতেরা। গত বারের সোনাজয়ীদের কাছে ১-২ গোলে হেরে গিয়েছিলেন তাঁরা। এ বার অলিম্পিকের শুরু থেকেই ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। ফিল্ড গোল করার ক্ষেত্রে যেমন ভারতীয়েরা ব্যর্থ হচ্ছিলেন, তেমনই পেনাল্টি কর্নার থেকেও গোল করতে পারছিলেন না হরমনপ্রীতেরা। শুক্রবার ভুল শুধরে নেমেছিলেন ভারতীয় হকি খেলোয়াড়েরা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আগ্রাসী মেজাজে শুরু করে ভারতীয় দল। ১২ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেন অভিষেক। এক মিনিট পরই পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান বাড়ান অধিনায়ক হরমনপ্রীত। ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথম কোয়ার্টার শেষ করে ভারতীয় দল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আক্রমণের ঝাঁজ বৃদ্ধি করে। ২৫ মিনিটে ব্যবধান কমান ক্রেগ থমাস। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষ করে ভারতীয় দল।

তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে আবার গোল করেন হরমনপ্রীত। ৩২ মিনিটে দলকে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন অধিনায়ক। এই গোলেই ভারতের জয় এক রকম নিশ্চিত হয়ে যায়। ৫৫ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যবধান কমান গোভার্স ব্লেক। ম্যাচের শেষ দিকে গোলশোধের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন গত অলিম্পিক্সের রুপোজয়ীরা। কিন্তু লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ল ভারতীয় দল। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক্সের পর প্রথম বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেল ভারত।

লেডেকিই এখন সাঁতারের এক নম্বর লেডি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাঁতারের খোঁজখবর রাখা সবারই জানা, অলিম্পিক সাঁতারে সবচেয়ে বেশি পদক মাইকেল ফেল্‌ পসের;২৮টি। তবে নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদকজয়ী ছিলেন একসঙ্গে চারজন। এবার ভাগাভাগির সেই তালিকা থেকে বেরিয়ে এককভাবে অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি পদকজয়ী নারী সাঁতারু হয়েছেন কেটেকি লেডেকি। মেয়েদের দলগত ৪ গুণিতক ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে রুপা জিতেছেন লেডেকি।

চতুর্থবার অলিম্পিক খেলতে নামা লেডেকির এটি ১৩তম পদক। অলিম্পিক ইতিহাসের সাঁতারে মেয়েদের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ। আর অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পদক জেতা ক্রীড়াবিদদের মধ্যে লেডেকির অবস্থান এখন যৌথভাবে পঞ্চম, নারীদের মধ্যে দ্বিতীয়।

২৭ বছর লেডেকি প্যারিসে এসেছেন ৭ সোনা আর ৩ রুপাসহ মোট ১০ পদক নিয়ে। এবার সাঁতার ইভেন্টের প্রথম রাতেই ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। সোনা বা রুপার বাইরে ব্রোঞ্জ তাঁর এটিই প্রথম। লেডেকি এরপর বুধবার ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে আর কারও পেছনেই থাকেননি। সোনা তো জিতেছেনই, সেই সঙ্গে গড়েছেন অলিম্পিক রেকর্ডও (১৫ মিনিট ৩০.০২ সেকেন্ড)।

১৫০০ মিটারে সোনাজয়ের মাধ্যমে অলিম্পিক ইতিহাসে মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮ সোনাজয়ের রেকর্ডে নাম লেখান লেডেকি। সর্বোচ্চ ৯ সোনাজয়ের রেকর্ডটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের জিমন্যাস্ট লারিসা লাতিনিনার। একই দিনে নারী সাঁতারুদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১২ পদকজয়ের রেকর্ডেও যুক্ত হয় লেডেকির নাম। অলিম্পিক সাঁতারুদের মধ্যে তাঁর মতো ১২টি পদকজয়ের কীর্তি আগে থেকেই ছিল যুক্তরাষ্ট্রেরই তিন অলিম্পিয়ান জেনি থম্পসন (১৯৯২ থেকে ২০০৪ অলিম্পিক), ডারা টোরেস (১৯৮৪ থেকে ২০০৮) ও নাটালি কফলিনের (২০০৪ থেকে ২০১২)।

বৃহস্পতিবার দলগত ৪ গুণিতক ২০০ মিটারে রুপা জেতার মাধ্যমে লেডেকির অলিম্পিক পদক হয়ে গেছে ১৩টি। অর্থাৎ, লেডেকিই এখন অলিম্পিক সাঁতারে এককভাবে 'এক নম্বরে লেডি'। নারী সাঁতারুদের মধ্যে এককভাবে শীর্ষে উঠে যাওয়ার পর লেডেকির লড়াইটা হতে পারে এখন অন্য খেলার সঙ্গে।

গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের ইতিহাসে মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদকের মালিক এখন লাতিনিনা;১৮টি। এবারের অলিম্পিকে লেডেকির আর তাঁকে ছোঁয়ার সুযোগ নেই। কারণ, ইভেন্টই বাকি মাত্র একটি। তবে আগামীকালের ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে লাতিনিনার একটা রেকর্ডে তিনি হানা দিতেই পারেন। সর্বশেষ তিন অলিম্পিকেই এই ইভেন্টের সোনা জিতেছেন তিনি।

৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের বিশ্ব রেকর্ড (৮০৪.৭৯, রিও অলিম্পিক) এবং অলিম্পিক রেকর্ডও তাঁরই। আগামীকাল টানা চতুর্থ সোনা জিতলে লেডেকি হবেন অলিম্পিকে সর্বোচ্চ সোনাজয়ী নারী ক্রীড়াবিদ, যা পুরুষ-নারী মিলিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সোনার রেকর্ডও গড়বে।

সেটি হবে কিনা সময়ের অপেক্ষা। তবে নারী সাঁতারুদের মধ্যে পদকে লেডেকিই এখন সবার ওপরে।

নিলামের পর সরে গেলে বিদেশি ক্রিকেটারদের শাস্তি চায় আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো

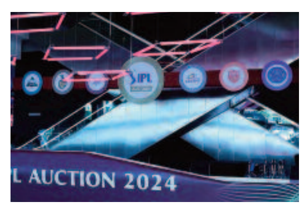

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিলামে বিক্রি হওয়ার পর বিদেশি কোনো খেলোয়াড় 'বৈধ' কারণ ছাড়া নিজেকে সরিয়ে নিলে শাস্তির ব্যবস্থা চায় আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এ ক্ষেত্রে আইপিএলের ১০টি দলই সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো।

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আইপিএলে কোনো মৌসুম শুরুর আগে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘটনা নিয়মিতই। এর মাধ্যমে দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দাবি করা হয়েছে। তাদের মতে, শেষ মুহূর্তে বিদেশি ক্রিকেটারদের এভাবে সরে যাওয়া দলের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে। কারণ, তাঁদের মাথায় রেখেই কৌশল সাজানো হয়। পাশাপাশি শেষ মুহূর্তে বদলি খেলোয়াড় পেতেও ভুগতে হয় তাদের। এর ফলে এমন করা হলে সেই খেলোয়াড়কে আইপিএলে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করার নিয়ম চায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো।

অবশ্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এটাও বলেছে, কোনো খেলোয়াড়ের বোর্ড যদি আন্তর্জাতিক সূচির কারণে তাঁদের সরিয়ে নেয়, অথবা সেই খেলোয়াড়ের চোট বা পারিবারিক কোনো দায়বদ্ধতা থাকে;তাহলে সেগুলো তাদের বোধগম্য। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে নিলামে কোন খেলোয়াড়কে কতটুকু সময়ের জন্য পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দরকার তাদের।

নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ আসছে মূলত আর্থিক কারণে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এ ক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড়ের ম্যানেজারের উদাহরণও দিয়েছে। সেই ম্যানেজার নাকি বলেছিলেন, বাড়তি টাকা দিলে ওই খেলোয়াড়কে পাওয়া যাবে।

শুধু নিলামের পর নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নয়, ক্রিকেটের বড় তারকাদের মেগা নিলামে নাম না তোলার ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। মেগা নিলামে না থাকলেও বাড়তি দাম পাবেন তাই ছোট নিলামে তাঁরা নাম তোলেন বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। কারণ, এমন ছোট পরিসরের নিলামে তেমন বড় নাম বা মেধাবী ক্রিকেটার কম থাকেন।

২০২২ সালের মেগা নিলামে সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে যাওয়া ঈশান কিষানের; ১৫ কোটি। তবে সর্বশেষ ছোট নিলামে এর চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হন দুজন খেলোয়াড়;মিচেল স্টার্ক (২৪ কোটি) এবং প্যাট কামিন্স (২০ কোটি)।

ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ধারণা, এ ব্যাপারে আইপিএলের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন খেলোয়াড়ের ম্যানেজাররা। নতুন কোনো বিদেশি তারকা এমন নিয়মিত নিলামে এলে সেগুলো নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আপত্তি নেই। তবে তাদের চাওয়া, বড় তারকাদের মেগা নিলামে নাম তুলতেই হবে। শুধু অবিক্রিত থাকলেই পরবর্তী সময়ে আবার অমন ছোট নিলামে নাম তুলতে পারবেন তাঁরা। অবশ্য ঠিক কিসের ভিত্তিতে 'বড়' তারকার ব্যাপারটি বিবেচনা করা হবে, সেটি ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

আইপিএলের পরবর্তী মৌসুমের আগে মেগা নিলাম হওয়ার কথা আছে। এর আগে খেলোয়াড় ধরে রাখা, মেগা নিলাম কয় বছর পরপর হবে, ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম রাখা হবে কি না;এমন সব ব্যাপারে গত বুধবার মুম্বাইয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল আইপিএলের ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

ব্যর্থ হয়ে হতাশ সিন্ধু, তবে এখনই খেলা ছাড়ার ভাবনা নেই দু'বারের পদকজয়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক দিন আগেই বিদায় নিয়েছেন ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। টানা তিনটি অলিম্পিকে পদক জয়ের সম্ভাবনা চুরমার হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারাক্রান্ত পি ভি সিন্ধু। তবে খেলা ছাড়ার কোনও ভাবনা এখনই নেই বলে জানিয়েছেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা। জানিয়েছেন, একটু বিরতি নিয়ে আবার এগিয়ে যেতে চান।

শুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি লম্বা বার্তা দিয়েছেন অলিম্পিকে দু'বারের পদক জয়ী। লিখেছেন, প্যারিস ২০২৪ একটা সুন্দর যাত্রা, কিন্তু একটা কঠিন হার। আমার পেশাদার জীবনে অন্যতম কঠিন হার এটা। বেশ কিছুটা সময় লাগবে মেনে নিতে। কিন্তু জীবন এগিয়ে নিয়ে যেতেই হয়। আমিও জানি কোনও না কোনও দিন ঠিক মেনে নিতে পারব।

সিন্ধু আরও লিখেছেন, প্যারিসের যাত্রাটা একটা লড়াই ছিল। দু'বছর চোটে ভুগেছি। অনেকটা সময় খেলার বাইরে থেকে। এই সমস্যাগুলো থাকা সত্ত্বেও এখানে দাঁড়িয়ে আমার সুন্দর দেশের হয়ে তিন বার অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত।

সিন্ধু জানিয়েছেন, অলিম্পিকের মতো মঞ্চে লড়াই করার সুযোগ পেয়ে তিনি ভাগ্যবান। শুধু তাই নয়, আরও খুশি একটি প্রজন্মকে গর্বিত করতে পেরে। সমর্থকদের উদ্দেশে সিন্ধু লিখেছেন, এই কঠিন সময়ে আপনাদের বার্তা আমার কাছে অনেকটা স্বস্তি নিয়ে এসেছে। আমি এবং আমার দল প্যারিসে নিজেদের সেরাটা দিয়েছি। তাই ফেরার সময় কোনও আক্ষেপ না নিয়েই ফিরতে চাই।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বার্তা দিয়ে সিন্ধু লিখেছেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিতে চাই, আমি এগিয়ে যাব। তবে একটা ছোট বিরতির পর। আমার শরীর, বিশেষ করে আমার মনের একটা বিরতি খুব দরকার। তার পর মন দিয়ে আগামী দিনের পরিকল্পনা স্থির করব। এই খেলাটাকে ভালবাসি। তাই আরও বেশি দিন উপভোগ করতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে অলিম্পিকের সেমিতে মরক্কো

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রুপ পর্বে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও কোপা আমেরিকার শিরোপাধারী আর্জেন্টিনাকে পেছনে ফেলে শেষ আটের টিকিট পেয়েছিল মরক্কো। এবারের অলিম্পিকে মরক্কো যে অন্যতম ফেবারিট, কোয়ার্টারের লড়াইয়েও সে প্রমাণ দিল তারা। যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে দিয়েছে দলটি।

আফ্রিকার 'অ্যাটলাস লায়ন' হিসেবে খ্যাত দলটির হয়ে গোলগুলো করেছেন সোফিয়ান রাহিমি, ইলিয়াস আখোমাখ, আশরাফ হাকিমি ও মেহেদী মাওহোব। এ জয়ে প্রথমবারের মতো অলিম্পিকের সেমিফাইনালের টিকিটও পেল তারা।

প্যারিসে ম্যাচের শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলে মরক্কো। দলটির সমন্বয় ও নিজেদের মধ্যকার বোঝাপড়াও ছিল দারুণ। মরক্কোর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের খেলা ছিল ছন্নছাড়া। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার মতো তেমন কিছুই করতে পারেনি তারা। উল্টো ম্যাচের ২৮ মিনিটেই খেয়ে বসে প্রথম গোল। বক্সের ভেতর ফাউল করে মরক্কোকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে বসেন নাথান হারিয়েল। স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করে দলকে এগিয়ে দেন রাহিমি। এই এক গোলের লিড নিয়েই বিরতিতে যায় মরক্কো।

বিরতির পর যুক্তরাষ্ট্রকে আরও কোণঠাসা করে দিয়ে আক্রমণে যায় মরক্কো। ম্যাচের ৫১ মিনিটে তারা আদায় করে নেয় নিজেদের দ্বিতীয় গোলটি। অতিরিক্ত প্রেসিং করতে গিয়ে ডিফেন্স লাইন একরকম ফাঁকা করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আবদে ইজালযুলির পাস থেকে গোল মরক্কোকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন আমোমাখ।

৭০ মিনিটে হাকিমির গোলের মধ্য দিয়ে ম্যাচটাকে নিজেদের করে ফেলে মরক্কো। প্রতিপক্ষের রক্ষণ-দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণে যাওয়া হাকিমির শটটা অবশ্য বাঁচানোর মতোই ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের গোলরক্ষক প্যাটট্রিক শুলটের যদিও কাজটি ঠিকঠাক করতে পারেননি। এরপর ৯০ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের হারের কষ্টটা বাড়ান মাওহোব। যিনি পেনাল্টি থেকে করেন মরক্কোর চতুর্থ গোল। এই গোলেই বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মরক্কো।

৪৬ সেকেন্ডে বক্সিং জেতার পর ছেলে না মেয়ে নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিকে মেয়েদের বক্সিংয়ে গতকাল ৬৬ কেজি ক্যাটাগরিতে আলজেরিয়ার ইমানে খেলিফের মুখোমুখি হয়েছিলেন ইতালির অ্যাঞ্জেলা কারিনি। বেশ কয়েকটি পাঞ্চ বিনিময়ের পর লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন ইতালিয়ান বক্সার। ম্যাচের বয়স তখন মাত্র ৪৬ সেকেন্ড! কারিনি হার মেনে নেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে যান খেলিফ। কিন্তু হাত না মিলিয়ে তিনি রিংয়েই হাঁটু মুড়ে বসে শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করেন।

কোয়ার্টার ফাইনালের এই লড়াইয়ে খেলিফ দুটি শক্তিশালী পাঞ্চ করেছিলেন কারিনির মুখে। এরপর কারিনি আর লড়াই চালিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর নাক মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং শর্টসে রক্তও লেগে থাকতে দেখা যায়। এ ঘটনায় 'জেন্ডার এলিজিবিলিটি' নিয়ম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। জেন্ডার এলজিবিলিটি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া বা পরীক্ষা, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে পুরুষ বা নারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মেয়েদের বক্সিংয়ে খেলা আলজেরিয়ার খেলিফ ছেলে না মেয়ে;উঠেছে এমন প্রশ্ন।

খেলার পর সংবাদকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও কান্নায় ভেঙে পড়েন কারিনি, 'প্রথম আঘাতের পরই নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল।' ২৫ বছর বয়সী এই বক্সার ফুঁপিয়ে বলেন, 'জাতীয় দলে প্রায়ই খেলি। ভাইয়ের সঙ্গেও অনুশীলন করি। ছেলেদের বিপক্ষে সব সময়ই লড়েছি। কিন্তু আজ (গতকাল) খুব ব্যথা লেগেছে।'

খেলিফ এবং তাইওয়ানের বক্সার লিন ইউ,তিংকে (আজ তাঁর ৫৭ কেজিতে ম্যাচ আছে) গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত মেয়েদের বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অযোগ্য ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ)। কিন্তু প্যারিস অলিম্পিকে মেয়েদের বিভাগে খেলার জন্য তাঁরা দুজনই যোগ্য প্রমাণিত হন। তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত টোকিও অলিম্পিকেও খেলেছেন তাঁরা।

আইবিএ গত বুধবার এক বিবৃতিতে খেলিফ ও লিন ইউ,

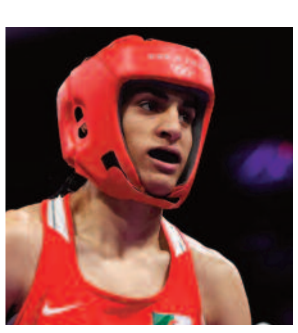

তিংকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার ব্যাপারে অযোগ্য ঘোষণা করার ব্যাখ্যায় বলেছে, 'মেয়েদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার শর্তগুলো পূরণ করতে পারেননি তাঁরা।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'অ্যাথলেটরা টেস্টোস্টেরন পরীক্ষায় অংশ নেননি। কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বীকৃত একটি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন, যেখানে সুনির্দিষ্ট ব্যাপারগুলো গোপন রাখা হয়।'

পরিচালনা, আর্থিক বিষয়াদি ও নীতিগত কিছু কারণে প্যারিস অলিম্পিকের বক্সিং ইভেন্ট আইবিএ পরিচালনা করছে না। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) অধীনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্যারিসে।

আইওসির মুখপাত্র মার্ক অ্যাডামস এ সপ্তাহে সংবাদকর্মীদের বলেছেন, 'পাসপোর্ট অনুযায়ী তাঁরা নারী ও সেখানে তাঁদের নারী হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে।' খেলিফ খুব অল্প সময়ে জেতায় বিতর্ক শুরুর পরও আইওসি তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসেনি। বরং আইওসি এ ব্যাপারে আইবিএকেই দোষারোপ করেছে, 'বর্তমানে এ দুই অ্যাথলেটের বিরুদ্ধে চড়াও হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে বিধিবহির্ভূত সিদ্ধান্ত।'

এদিকে বিতর্ক থেমে নেই। আইওসির দাবির সঙ্গে একমত হতে পারেননি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। কারিনি,খেলিফের লড়াই 'সমান পদক্ষেপের ছিল না' বলে মনে করেন তিনি। আইওসির নীতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে প্যারিসে ইতালিয়ান অ্যাথলেটদের সঙ্গে সাক্ষাতে মেলোনি বলেছেন, 'আমার মতে যেসব অ্যাথলেটের মধ্যে পুরুষদের জিনগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাঁদের মেয়েদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেওয়া উচিত নয়।'

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল এ বলেছেন, 'মেয়েদের খেলাধুলা থেকে ছেলেদের বাইরে রাখব আমি।' হ্যারি পটার বইয়ের লেখিকা জেকে রোলিং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স',এ লিখেছেন, 'কারিনির সঙ্গে নির্মম অবিচারের জন্য চিরকালের মতো কলঙ্কিত হলো' প্যারিস অলিম্পিক। তিনি আরও লিখেছেন, 'এক তরুণ নারী মুষ্টিযোদ্ধা পরিশ্রম ও অনুশীলন করে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হলো। কারণ, রিংয়ে তার সঙ্গে পুরুষকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

টেনিস কিংবদন্তি মার্টিনো নাভ্রাতিলোভাও চুপ করে থাকেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অলিম্পিকে বক্সিং নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিকে 'শোচনীয়' আখ্যা দিয়ে খেলিফকে তিনি বলেছেন, 'জন্মগতভাবেই পুরুষ।'

নর্থ প্যারিস অ্যারেনায় খেলিফ রিংয়ে আসার সময়ই আলজেরিয়ান সমর্থকদের একাংশ তাঁকে বিপুল উৎসাহে সমর্থন দিয়েছে। লড়াই শেষে চলে যাওয়ার পর সংবাদকর্মীদের খেলিফ শুধু বলেছেন, 'এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা জিততে পারা সব সময়ই সন্তুষ্টির। তবে আমার মনোযোগ পদক জয়ের দিকে।'

আলজেরিয়া এবং তাইওয়ান তাঁদের বিতর্কিত দুই বক্সারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং,তে ২৮ বছর বয়সী লিনের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেছেন, 'আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে তাঁকে সমর্থন দেওয়া উচিত।' আলজেরিয়া অলিম্পিক কমিটি (সিওএ) খেলিফকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, 'নির্দিষ্ট কিছু বিদেশি মিডিয়া দ্বারা আমাদের সুপরিচিত অ্যাথলেট ইমানে খেলিফের প্রতি ক্ষতিকর এবং অনৈতিক আক্রমণ করা হয়েছে।' সিওএর দাবি, যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেটা 'মিথ্যা' এবং 'পুরোপুরি অন্যায়'।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**